

যোগোপনিষৎ ।



ভদ্রাশ্রম পদেরম্যো সিদ্ধগন্ধর্ব মে-
বিতৈ । ত্রৈলোক্য বিশ্রুতে দেশে না-
নাঙ্গন সমাকুলে ॥ ১ ॥

নানা গুলা সমাকীর্ণে নানা পুষ্পো-
পশোভিতে । সরোভির্বিবিধাকারৈ
স্তোয়পূর্ণৈ মনোহরৈঃ ॥ ২ ॥

অতি সুরম্যানিদ্ধ গন্ধর্বগণ কর্তৃক সুসেবিত,
তথা বহুরূপ প্রশস্ত পর্ণশালী পাদপ গুল্মাদি বহু-
রূপ প্রশস্ত সমূহের প্রস্ফুটনে পরিশোভিত, এবং
বিবিধ বিধ মনোহর নির্মল সরোবরের পূর্ণজলে
হংস কারণ্ডবাদি (হংস বিশেষঃ) এবং ভীরে চ-
ক্রবাক্ ও পাশ্বস্থিত ভরুগণ পরে কতরূপ বিহ-
ঙ্গকূলের স্তমধুর বণ্ঠরবে, তথা শ্বেতোৎপল র-

হৃৎসকারগুণবাকীর্নৈ শচক্রবাকোপ
সৌমিতৈঃ । পাক্ৰিভিৰ্বিবিধাকারৈ নি
নাদৈদৰ্গধর সনৈঃ ॥ ৩ ॥

কল্পারৈঃ শতপট্টৈশ্চ পট্টৈশ্চ মধু-
রাকুলৈঃ । সেব্যতে মুনিভি নিত্যং বা
ক্ৰণৈশ্চ তপোধনৈঃ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ স্তত্র সন্তিষ্ঠেৎ সম-
হামুনিঃ । পরাশর সূতো ব্যাসো মহা-
ভারত চন্দ্রমাঃ ॥ ৫ ॥

ক্ৰোৎপল স্তলোৎপল দল সমূহের সৌরভে সর্ক-
কণ স্নেহসেব্য হওয়ায়, শত শত মৌনবিশিষ্ট তা-
পস শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মনিষ্ঠ মহর্ষিগণ কৃষ্ণচিহ্নে প্রবিষ্টা-
নম্ভব ঈক্সাদনে নিবিক্ট হইয়া যে আশ্রমের প্র-
তিষ্ঠা সম্বন্ধ করিতেন, সেই ত্রিলোক বিখ্যাত
আশ্রম শ্রেষ্ঠ ভদ্রাশ্রমে জীবগণের মোহাক্ষকার
নিবারক মহাভারত রূপ জ্যোৎস্নার চন্দ্রমাস্বরূপ
পরাশর পুত্র মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ভগবান্ বেদ-
ব্যাস অবস্থিতি করিতেন ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

তস্য পুত্রো মহাযোগী (বিশ্বামিত্র)
 পারগঃ । মায়রাচ সগভেষু
 প্রতিষ্ঠতি । গভঃ পিতরং বান্ধবম
 ভাষা বচোহব্রুবীৎ ॥ ৬ ॥

শুকউবাচ । চতুরশীতি লক্ষণে
 দ্ধু খং নরকেষুচ । তদ্দু খমেক
 ভুক্তং লক্ষণং ময়া ॥ ৭ ॥

কুন্তীপাকনয়ং ঘোরং নরক

তাঁহার পুত্র বেদ শাস্ত্রাদি নরক
 এবং মহাযোগী হইয়াও ভগবদ্বারা
 দশবৎসর মাতৃগর্ভে অবস্থিতি করতঃ
 স্তর হইতে পিতা ব্যাসকে সম্বোধন
 লেন ॥ ৬ ॥

শুকদেব কহিতেছেন । চতুরশীতি
 ব্যাক নরককুণ্ডে যে পরিমের ক্রেশ, তাহা
 গুণাতিরিক্ত ক্রেশ এক গর্ভে আমা
 হইল ॥ ৭ ॥

অপিচ কুন্তীপাক নামে যে তরানক নরককুণ্ড,

বিদ্যতে । পতিতোহহং পুরাতন গৰ্ভ-
বাসে ততোহধিকং ॥ ৮ ॥

যেন গৰ্ভাধিনিঃসৃত্য তৎ করি-
য়ামি যত্নতঃ । গৰ্ভবাসং পুনর্যেন
নগচ্ছামি মহামুনে ॥ ৯ ॥

যদি তাত মুহূর্ত্তৈকং বিষ্ণু মায়া ন
সিদ্ধ্যতি । তদাহং নিঃসরিয়ামি নান্য-
তৈশ্বকং কদাচন ॥ ১০ ॥

পতিত হইয়া আমি পূর্বে যতোধিক যত্ন-
হইয়াছি, ততোধিক যত্ননা এক এক
গৰ্ভবাসে অত্যধিক বিবেচিত হইল ॥ ৮ ॥

অতএব হে মহামুনে ! বে উপায়ে পুনশ্চ আর
আমার গৰ্ভবাস না হয়, সেই নিঃসৃতোপায় অধুনা
আমি যত্ন পূর্ব্বক সাধন করিব ॥ ৯ ॥

হে পিতঃ ! যদিহো এক মুহূর্ত্তকাল বিষ্ণু
মায়া প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে আমি গৰ্ভ হু-
ইতে নিঃসরণ হই, তাহার অন্যথায় কখনই নিঃ-
সারিত হইব না অর্থাৎ অবতৃত্ত মহানারায়ণমোহে

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্যাসঃ শোকাকু-
লোহভবৎ । ত্রৈলোক্যনাথো ভগবান্
যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ ॥ ১১ ॥

বিকু মারাদ্য যত্নেন প্রার্থয়িত্বা শ্রুত-
ক্ৰণঃ । ইষত্তু কৌ মুনি ব্যাসঃ পুনরে-
বাগতোগৃহং ॥ ১২ ॥

আমার জন্মে অভিক্রটি নাই (১) ॥ ১০ ॥

শুকদেব মহাশয়ের এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া
বেদব্যাস শোকে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, পণ্ডে
ত্রিলোকনাথ ভগবান্ কেশব যথার বিরাজমান
তথায় গমন করিলেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর পরমারাধ্য পরমপুরুষ যে ভগবান্
বিশ্বু তাঁহাকে পরম প্রবলসহকারে আরাধনা ক-

(১) মহাত্মা শুকদেবের এতদ্বাক্য পাঠ্যবিস্তানে পিতার
সহিত কথোপকথনে স্বেচ্ছাধীনে যে নিঃসরণ উক্তি, তাহা
সাধারণ সমক্ষে সম্পূর্ণ অসঙ্গত সত্য, কিন্তু তৎসমক্ষে স-
ঙ্গত ছিল, কারণ পূর্বজন্মান্বিত ব্রহ্মবিদ্যা এভাবে অর্থাৎ
যোগবলে তিনি তত্তৎশক্তি লব্ধ হইয়াছিলেন। যথা, “নচি-
যোগাৎ পরং বলং” ।

তস্মিন্ শূভেক্ষনে ভূতে বিষ্ণুনায়া
বিবজ্জিতঃ। গতাধিনিঃসৃতঃ শুক
তৎক্ষণাকান্তমুদ্যতঃ ॥ ১৩ ॥

বেদশাস্ত্রাগমাদীনি কাব্যানি বিবি-
ধানি চ। শুকইব পঠেদ্যস্মাৎ শুক
নামা ভবেত্তথা ॥ ১৪ ॥

রিয়া শুভক্ষণ প্রার্থনা পুরঃসর তজ্জাভে ঋষিণর
নন্তোষিত হইয়া পুনরায় গৃহে আগমন করি-
লেন ॥ ১২ ॥

অনুতঃ সেই শুভলগ্ন হইলে পর বিষ্ণুনায়া
কর্তৃক পরিত্যক্ত হওত শুকদেব মহাশয় মাতৃগর্ভ
হইতে বিনির্গত হইয়াই তৎক্ষণাৎ গমনোদ্যত হ-
ইলেন ॥ ১৩ ॥

নিখিল বেদশাস্ত্র আগম শাস্ত্র এবং কাব্যশা-
স্ত্রাদি প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র শুকপক্ষীর ন্যায় পাঠ
হেতুক শুক নাম হইল (২) ॥ ১৪ ॥

(২) মহাত্মা ব্যাস গুপ্ত শুকদেবের সর্গশাস্ত্র শুকপক্ষী-
বৎ পঠন হেতুক যে শুক নাম কল্পনা, তাহা নিতান্ত বি-
কল্প বিন্যাস নহে, কারণ সে সামান্য শুক নহে অর্থাৎ

ততঃ সপ্তমূহা চরণৌ পিতুবচনমবু-

পশ্চাৎ অলৌকিকজন্মা মহাত্মা শুকদেব স্বীয়
 তিনি সর্কশাস্ত্রবেত্তা এবং বেদবাক্তা ও সর্গজ্ঞ, কেবল অ-
 ভিসম্পাত হেতুক তাহার পক্ষীর আকার মাত্র প্রাপ্তি
 হইয়াছে। অপিচ কলিশেষে ভগবান্ বন্ধি পরকুবাচ
 বাক্যে ভগবান্ শকুর হইতে সেই শুককেই প্রাপ্ত হইয়া
 কলি নিগ্রহাদি করিবেন, ইহা কলিকপুরাণে স্পষ্ট প্রক-
 শিত রহিয়াছে। বক্তৃতঃ দ্বিজবরগণের দৈবশক্তি অপব্য-
 প্ত পুরাণেও বিশেষ রূপে দৃষ্ট হইতেছে অর্থাৎ মার্কণ্ডেয়
 পুরাণে বিখ্যাত অরিষ্টনেমি নামক পক্ষীর পুত্র পক্ষি-
 রাজ গুরুজাদির বংশ। মাতারা দেবদানব ভয়নাতক ভী-
 শণ বাক্ষসাদির আণ অন্নাগ্নানে ধ্বংস করিত, অপিচ
 উহাও উক্ত পুরাণে প্রমিত আছে যে, মহাবিবেকবাসিন্দে
 শিষ্য মহামুনি জৈমিনির ভারত শাস্ত্রে কোন সংশয় উ-
 পস্থিত হইলে তিনি তচ্ছেদনার্থ মুনিবর স্নানকণ্ডের সন্নি-
 ধানে গমন করেন। তাহাতে তিনি তৎকালীন কোন ব্যা-
 গারে ব্যাপ্ত অযুক্ত ধরং কবনে অশক্ত হইয়া বিজাগিরি
 গহ্বর বাসি সর্কশাস্ত্রার্থদর্শী পক্ষীচতুষ্টয় (তাকো নাহী
 পক্ষিণীর গন্ত্রে দ্রোণ হইতে ইহাদিগের জন্ম হয়, নাম
 পিঙ্গাক, অবরোধ, সুগত, সুমুখ) সন্নিবৃত্ত গমনের আ-
 দেশ করেন। তখন ত্রিলোকগুরু ভগবান্ ভব নিকটস্থ
 পক্ষী বিশেষের যে একরূপ দর্শন এবং দৈর্ঘ্যায়ণ পুঙ্খের
 তৎসহ যে একরূপ দৃষ্টান্ত তাহা কোনক্রমে অসম্ভব নহে।

বীৎ। রাগদ্বৈধৌ গরিত্যজ্ঞা শ্রয়ত্যা
তাতমেবচ ॥ ১৫ ॥

সংসারে বিবিধৈতে দৈময়া দৃষ্টঃ
সহস্রশঃ। মাতরঃ পিতরশ্চৈব বান্ধ-
বান্ধচপ্যনেকশঃ ॥ ১৬ ॥

আগতোহং গতশ্চৈব তিৰ্য্যগ্‌ঘো-
নিমনেকথা। ভ্রাম্যমানশ্চ তত্রাহং
জলজন্তুঘটে যথা ॥ ১৭ ॥

পিতা মহর্ষি বেদব্যাসের চরণযুগল ধারণপূর্বক
কহিলেন হে পিতঃ। রাগদ্বৈধাদি অর্থাৎ মৎপ্রতি
পুত্ররূপে অনুরাগ এবং তাহার ব্যতিক্রমে বৈ-
ষম্যতাব ইত্যাদি ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া
যথার্থ দর্শনে আনার শ্রবণ করুণ ॥ ১৫ ॥

এই স্বপুতুল্য সংসারে অনেকানেক জনক
জননী এবং কতমত বন্ধু বান্ধব সহস্র সহস্র ভেদ
রূপে মৎকর্তৃক দৃষ্ট হইল ॥ ১৬ ॥

আমি অনেক প্রকার তিৰ্য্যগ্‌ঘোনি অর্থাৎ
পশুপক্ষ্যাদি পাপ ঘোনি প্রাপ্ত হইয়া তত্তৎ‌ঘোনি

প্রাপ্তোহং মানুষ্যলোকং কৰ্ম-
ভূমিষু দুর্লভং । স্বর্গসোপানমেকস্তু
বেদশাস্ত্রৈরধিষ্ঠিতং ॥ ১৮ ॥

পূর্বমাসমহং স্বর্গে অপ্সরোগণ সে-
বিতঃ । নক্ষত্রৈস্তারকশ্চৈব দীপ্যমানশ্চ
রশ্মিভিঃ ॥ ১৯ ॥

অপ্সরোভবতশ্চাহং গন্ধর্বগণ

ভ্রমণ করতঃ অধুনা পুণ্যযোনিতে আগত হইয়া-
ছি । যেমন ঘটস্থিত জলজন্তু ঘটমধ্যে বহুকাল
ভ্রমণ করিয়া কটে উদ্ধগত হয়, তাহার ন্যায় ॥ ১৮ ॥

বেদশাস্ত্রাদি দ্বারা নির্ণীত এক স্বর্গের সো-
পানরূপ যে দুর্লভ মানব জন্ম, তাহা এই কর্মক্ষে-
ত্রে আমি লাভ করতঃ অপ্সরগণ কর্তৃক সেবিত ও
নক্ষত্র (অশ্বিনাদি সপ্তবিংশতি) তারাগণ (ক্ষুদ্র
নক্ষত্রাদি) এবং দীপ্তিবিশিষ্ট যে শশীমুখ্যাকিরণ,
তদ্বারা শোভিত হইয়া পূর্বে স্বর্গেতে অবস্থিত ছি-
লাম ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

তৎকালে আমি অপ্সরগণ কর্তৃক বেষ্টিত ও

সেবিতঃ । তত্রভোগ্যং নয়্যভুক্তং ম-
নসা যদভীপ্সিতং ॥ ২০ ॥

ভুক্তোহঞ্চ ততঃ স্বর্গাদুতে জাত
স্তপঃক্ষয়ে । পুনঃকীট পতঙ্গেষু তিষ্ঠা-
গ্ণ্যোনি গতেষু চ ॥ ২১ ॥

সিংহ ব্যাঘ্র বরাহেষু মার্জার নহি-
ষেষু চ । গোমুখাস্থপরাণ্যেষু বিবিধে-
ষপি দেহিষু ॥ ২২ ॥

গন্ধর্বগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া সেই সুখকর স্বর্গে
মনোভিলষিত ভোগ্য সকল ভোগ করিলাম ॥ ২০ ॥

পরে তৎকারণরূপ যে আমার স্মৃতি, তাহা
ভোগ সহকারে কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে আমি
স্বর্গ হইতে পরিচ্যুত হইয়া পুনর্বার কীট পতঙ্গ
বিহঙ্গাদি যোনি প্রাপ্ত হইলাম ॥ ২১ ॥

তৎপরে সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ বিড়াল অশ্ব গো
মহিষ এবং অন্য অন্য বিবিধ দেহে দেহীভাবে বদ্ধ
হইয়া ভ্রমণ করিলাম ॥ ২২ ॥

নরকেষু চ ঘোরেষু পচ্যমানোহপা-
 পুরা । ছিন্নোহং বিবিধৈঃ শস্ত্রে
 যমদূতৈর্মহাবলৈঃ ॥ ২৩ ॥

ঘোর সংসার ভীতোহহং রোগ
 শোকৈঃ প্রপীড়িতঃ । জন্মমৃত্যুমথ
 ক্রেশং যমদ্বারে নিরন্তরং ॥ ২৪ ॥

কিমেনে ন করিষ্যামি জ্বরামরণভী-
 তত্বা । অবুবোণ শরীরেণ মৃত্যু পূর্বানু-
 বর্ত্তিনা ॥ ২৫ ॥

আমি পূর্বকালে ভয়ঙ্কর নরককুণ্ডে পতিত ও
 কষ্টপ্রাপ্ত হইরা মহাবল পরাক্রান্ত যমদূতগণ
 কর্ত্ত্বক বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রাদি দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হই-
 য়ামি ॥ ২৩ ॥

জন্মমৃত্যুত আমি এই ভয়াবহ সংসারে ভীত হ-
 ইয়া রোগ শোকাদি দ্বারা প্রপীড়িত প্রযুক্ত যম
 দ্বারে নিরন্তর জন্মমৃত্যুকপ যে ক্রেশ তাহা পাই-
 তেছি ॥ ২৪ ॥

মৃত্যুএব জ্বরামরণ ভয়ভীত এই ভাবী অংশ

যয়া সর্বমিদং দৃষ্টং ত্রৈলোক্যং স-
চরাচরং । স্বর্গাদ্ভুক্তে তু সংসারে সং-
সারান্নরকেপি চ ॥ ২৬ ॥

বিধিনা রচিত্তে কূপে মোহদারুণ
সংকলে । মারাপাশ সমাকীর্ণে সংসার
গহনে বনে ॥ ২৭ ॥

বিকুনা যোজিতে যন্ত্রে ক্ষুৎপি-

বিশিষ্ট যে অনিত্য দেহ, এতদ্বারা আমি কি ক-
রিব ! অর্থাৎ অশাস্ত অল্পস্থানে আর আমার
অভিরুচি নাই ॥ ২৫ ॥

এই চরাচর ত্রিলোকী মধ্যে প্রায় বাবতীয়
জীব আমা কর্তৃক দৃষ্ট হইল, তাহারা সকলেই
স্ব স্ব কর্মবিপাকে স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া সংসারে
ও সংসার হইতে নরক গমন করিতেছে ॥ ২৬ ॥

এই সংসারকূপ নিবিড় কাননে ঘোর মোহা-
ক্লম এবং মারাকূপ রজু দ্বারা বেষ্টিত যে কূপ
তাহা বিশ্বভ্রষ্টা বিধাতা কর্তৃক নির্মিত হইল ॥ ২৭ ॥

অপর আদি পুরুষ ভগবান্ বিকু কর্তৃক নি-

পানাসমাকুলে । রোগ শোক ভয়ানকে
গচ্ছন্তি পশবোহব্যয়াঃ ॥ ২৮ ॥

যে পুনস্তাত তদ্বৃদ্ধাঃ পণ্ডিতাঃ নর-
দর্শিনঃ । সংসার রোরবং মোরং দূ-
রতো বজ্জয়ন্তিতে ॥ ২৯ ॥

প্রোক্ত যে যন্ত্ররূপ দেহ, তাহা ক্ষুণ্ণ তৃকাদি যুক্ত
এবং রোগ শোক ভয়াদি অনিষ্ট জনক, অতএব তা-
বদ্ভূত বিনশ্বর যে সাংসারিক রূপ, তাহাতে তৎকাল-
স্থর জ্ঞানবিশিষ্ট যে সকল পশু, তাহারা ই গমন করে
অর্থাৎ এবম্বিব দোম সংশ্লিষ্ট সংসারে অত্যন্ত পশু
জ্ঞানগণেই রমণ করে, বিবেকী জ্ঞানীগণে নহে ॥ ২৮

পিতঃ । যাঁহারা পরমাত্ম জ্ঞান প্রভাবে তত্ত্ব-
তত্ত্ব অবগত হইলেন, তাঁহারা ই সুপণ্ডিত এবং সকল
প্রাণি সকল ভূতে সমদৃষ্টি হেতুক সমদর্শী হইলেন
তাঁহারা এই ভয়ানক সংসাররূপ যে রোরব নরক
তাহা দূরে পরিত্যাগ করেন, অর্থাৎ সাধুসংসার
মধ্যে যদি ইহা সাধারণের পরিহার্য্য হইল, তখন
আর তাহা মৎপরিহার জন্য শোক করা আপন-
কার উচিত হয় না ॥ ২৯ ॥

আভাস ।

শুকদেব মহাশয়ের সংসার নিরাকৃতি এতদ্
দ্বারা বচন শ্রবণ করিয়া, বেদব্যাস মহাশয় তৎ-
নব্রজোপায়ভূত বাক্যে তাঁহাকে নিবদ্ধ করিতে-
ছেন ।

বাস উবাচ ।

যৎকিঞ্চিন্মন্যসে পুত্র তৎসর্বং
নিষ্ঠুরং বচঃ । যদাধর্ম্যং বিনির্গুক্তং
ধর্ম্যং বচঃ পরং ॥ ৩০ ॥

দুঃখিতা পুত্র তে মাতা দুঃখিতো-
হ্ম পিতা তব । অধর্মোয়ং মহাঘোরঃ
কুতন্তে ধর্মসাধনং ॥ ৩১ ॥

বেদব্যাস কহিতেছেন হে পুত্র ! সংসার ত্যাগ
সংকল্পে যে সকল বাক্য তুমি উচ্চৈঃস্বরে কহি-
তেছ তৎসমস্ত নিতান্ত নির্দর, কারণ ধর্ম কর্তৃক
কথিত ধর্ম অধর্ম মধ্যে যাহা ধর্ম (পিতৃ মাতৃ
পরিষেবন) তাহা তোমার বার্থ বোধে অতিক্রম
করা উপযুক্ত নহে ॥ ৩০ ॥

অপিচ হে পুত্র । যাহার গর্বে তুমি ষাটশ

আভাস !

ভগবান্ বেদব্যাসের ইত্যুক্তি শ্রবণে শুকদেব
মহাশয় গম্পক্ষলে পূর্বজন্মগত রক্তান্ত কহিতে-
ছেন ।

শুক উবাচ ।

কথাং মে শ্রয়তাং তাত যদৃষ্টং
পূর্বজন্মনি । অস্তি দেশে মহারণ্যে
নগরো বীজপূরকঃ ॥ ৩২ ॥

তস্য পশ্চিম দিগ্ভাগে নদীচন্দ্রা-
বৎসর অবস্থিত ছিলে, তোমার সেই গর্ভধারিণী
জননী যদি অতীব দুঃখিতা হইল এবং আমি দে
তোমার জন্মজনক যদি আমাকেও দুঃমহ দুঃ-
খিত করিলে, তখন এই ত তোমার মহন্তরজনক
অধর্ম, অতএব ধর্মসাধন কোথায় ? ॥ ৩১ ॥

শুকদেব কহিতেছেন হে তাত ! পূর্ব জন্মে
বাহা মৎকর্তৃক হুঁক হইয়াছে তাহা শ্রবণ করুন,
মহারণ্য দেশে বীজপূরক নামক এক নগর অ-
ছে ॥ ৩২ ॥

তাহার পশ্চিম পাশ্বে অতি মনোরমা চন্দ্রা-

বতী শূভা । তন্নদী পশ্চিমে তীরে কা-
ননং চন্দ্রশেখরং ॥ ৩৩ ॥

ব্যাধোহহং তত্র গচ্ছামি মৃগানেষী
দ্বিজোত্তম । মৃগং হত্বা মৃগং নীতা
বিক্রীণামীহজীবিতং ॥ ৩৪ ॥

পুনস্তত্রৈব গচ্ছামি নিত্যং তাত ন
সংশয়ঃ । বিচরামি বনং সর্বং চাপ-
হস্তঃ শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৩৫ ॥

বতী নাম্নী স্রোতস্বতী বহমানা আছে এবং সেই
স্রোতস্বতীর পশ্চিম ভাগে চন্দ্রশেখর নামে কোন
কানন আছে ॥ ৩৩ ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! সেই কানন মধ্যে আমি মৃগ
লুপ্ত ব্যাধ হইয়া মৃগান্বেষণার্থ গমন করি এবং
মৃগাদি দৃষ্ট হইলে হনন পূর্বক আনয়ন করিয়া
বিক্রয়াদি দ্বারা যাহা কিছু প্রাপ্ত হই, তদ্বারা
জীবন ব্যতী নির্বাহ করি ॥ ৩৪ ॥

হে পিতঃ ! এইরূপে ঐ অরণ্য মধ্যে আমি
প্রতিদিন গমন করতঃ ধনুর্শাণ ধারণ পুরঃসর নিঃ-

বটবৃক্ষাশ্রমেরণ্যে দৃষ্টম্ভ পুরুষো
ময়া । আচার্য্য ব্রাহ্মণঃ শিষ্যং পাঠ-
য়েৎ পুস্তকান্তরং ॥ ৩৬ ॥

দৃষ্ট্বা শ্রদ্ধান্বিতোভূত্বা মানন্দং হর্ষ-
পূরিতঃ । শ্রুতঞ্চ সর্বতত্ত্বার্থং নির্গতো
বিটপান্তরে ॥ ৩৭ ॥

সংশয় প্রায় সমস্ত বনই ক্রমে ক্রমে পরিভ্রমণ
করি ॥ ৩৫ ॥

একদা লৈববোণ্ডে উক্ত অটবীষ কোন রমণীর
বটবৃক্ষাশ্রমে এক জন আচার্য্য ব্রাহ্মণ আসা ক-
র্তৃক দৃষ্ট হইল, তিনি নিজ প্রিয়তর শিষ্যকে সম-
গ্র শাস্ত্রাদির সারভূত যে আভ্যন্তর্য্য, তাহা উপদেশ
করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

ইহা মৎকর্তৃক দৃষ্ট হইলে, আমি শ্রদ্ধায়ুক্ত
এবং আনন্দানুভবে হর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া শাখা
পল্লবাদির অন্তরালে প্রবিষ্ট হইলাম, এবং সেই
অভিজ্ঞ আচার্য্য কথিত সমস্ত সারতত্ত্বার্থ অর্থাৎ
আশ্রমস্বরূপ যে সুক্লম ব্রহ্মতাব তাহা শ্রবণ করি-
লাম ॥ ৩৭ ॥

পাপপুণ্য বিচারসা মায়া মোহসা
 কারণঃ। বন্ধ মোক্ষ প্রভেদঞ্চ তত্র
 সর্বং শ্রুতং ময়া ॥ ৩৮ ॥

অপর পাপ (পরপীড়ন, পরস্বীগমন, ও বিবিধ
 নিবেদাদি অতিক্রমণ) পুণ্য (পরোপকার, বেন
 পুরাণাদি শাস্ত্র মান্যকরণ ও তদনুগমন) উৎপ-
 ত্তি বিচার এবং মায়ামোহের কারণ নির্ণয় ও বন্ধ
 (“ আমি আমার ” ইত্যাকার দেহে অহং বুদ্ধি)
 মোক্ষ (স্থূল সূক্ষ্ম দেহাদি ও গুণ গুণকর্মাদি অ-
 ভাবে যে অনির্কাচ্যতার স্বতঃ প্রদীপ্ত) ইত্যাকার
 মুখক ভেদাদি সমস্ত তথ্য আমা কর্তৃক প্রত-
 প্ত হইল ॥ ৩৮ ॥

আভাস ।

এইরূপ শুকদেব মহাশয় পূর্ব অগ্নে অপূর্ব
 প্রারক বশতঃ উক্ত কাননে মহাত্মা আচার্য্য কর্তৃক
 পরম শুষ্ক পরমাজ্ঞসার যে পরম হংস ধর্ম, তাহা
 প্রকল্পভাবে প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ড বিবেক বলে ত্রি-
 লোক ভূণ জ্ঞান করতঃ যেকণে প্রব্রজ্যায় প্রবেশ

করিয়াছিলেন এবং যে পুণ্য প্রভাবে ঋষিগণাগ্র-
গণা, মহর্ষি বেদব্যাসের পুত্রত্ব লাভ করিয়া জগৎ-
মান্য জগদীশ পদ লব্ধ হইয়াছিলেন, তাহাই সং-
ক্ষেপে কহিতেছেন ।

নমস্ পাপচয়ঃ সর্বস্তমঃসূর্য্যোদয়ে
যথা । তৎক্ষণাৎ কাম্মুকং ত্যক্ত্বা সা-
য্টান্ন পতিতো ভূবি ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর উক্ত জ্ঞান আমার বিশেষরূপে উপ-
গাদি হইলে, যেমন সূর্য্যোদয়ে তমোরাশি বিনষ্ট
হয়, তাহার ন্যায় আমার সমস্ত পাপপুঞ্জ প্রমত্ত
হইল এবং আমি তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া ধনু-
কর্ণাদি দূরে পরিত্যাগ করতঃ গুরুচরণ সন্নিধানে
সাক্ষাৎ পতিত হইলাম ॥ ৩৯ ॥

আভাস ।

সেই বিজন বনমধ্যে শুকদেব মহাশয়ের ভদ্র-
বহু সন্দর্শনে অভিভূত আচার্য্য অকস্মাৎ আশ্চ-
র্যান্বিত হইয়া তাঁহার অদৃষ্টকে বহু করিয়া মানি-
লেন এবং নীচজ্ঞানগত দেখিয়াও তাঁহার অদ্ভুত

বৈরাগ্যে বশীকৃত হওত যে, প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই কহিতেছেন ।

আশীর্বাদ প্রসাদশ্চ প্রাপ্তঃ শ্রীগুরু-
প্রসাদতঃ । শুল্কদারাদিকং গেহং ব্যা-
ধত্বং ত্যজিতং নয় ॥ ৪০ ॥

ভিক্ষাশীল নয় । ভুক্তা গুরোরাজ্ঞা-
নুপাশিতা । তেন সৎকর্মণা তাত বিমু-
ক্তোহহং ভবান্নবাৎ ॥ ৪১ ॥

তেন পুণ্য প্রভাবেন বিজিত্বং বি-
দায়ামহ ! বুদ্ধজ্ঞানং নয় । লব্ধং কিং
করোনি মহামুনে ॥ ৪২ ॥

তৎপরে গুরুদেবের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ তাঁহার
প্রসন্নতারূপ প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রী শুল্ক গৃহাদি
সহ ব্যাধবর্ম্ম আমা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইল ॥ ৪০ ॥

অনন্তর আমি দেহ নিষ্কর্মাহমাত্মোপযোগী ভি-
ক্ষাভোগী হইয়া গুরুর আজ্ঞা পালন করিলাম,
অর্থাৎ প্রত্যক অনুভবরূপ যে অব্যয় যোগ তাহা-
তে অভিনিবেশ করিলাম । হে পিতঃ । সেই সৎ

আভাস ।

এই সত্যবৎ অসত্য সংসারে জীবগণের যত
দূর ছল্লভ তাহা দর্শাইতেছেন ।

দুর্লভঃ মানুষঃ জন্মকুলে জন্ম
মুদুর্লভঃ । দুর্লভঃ জ্ঞানরত্নঞ্চ ঘোরে
চাত্ত্র মহার্ণবে ॥ ৪৩ ॥

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা শুকস্য চ মহা-
কর্ম দ্বারা আমি এই সংসারমাগরে নিষ্কৃতি পাই-
লাম ॥ ৪১ ॥

অপিচ সেই অব্যয় সাধনাকপ পুণ্য প্রভাবে
বিদ্যার সহিত এই ছল্লভ ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব
আমার লাভ হইল অতএব হে মহাগুনে ! ইহাতে
আমি কি কারন অর্থাৎ মিথ্যা সকল যদি আমার
মিথ্যাই উপলব্ধি হইল এবং সত্য বাহা তাহাতেই
যদি আমি সর্বক্ষণ সংলগ্ন रहিলাম, তখন আর
আমার বিধিনিষেধ কর্তব্যাকর্তব্য শঙ্কা কি ? ॥ ৪২ ॥

এই মহার্ণবকপ ভয়ঙ্কর ছন্তর সংসারে মানব
জন্ম অতি দুর্লভ, তাহাতে যে সংকুলে (দ্বিজ-
কুলে) জন্ম তাহা অতিশয় দুর্লভ এবং তদুপরি

মুনিঃ । অশ্রুপূৰ্ণময়োদুঃখী আসনাৎ
পতিতোভুবি ॥ ৪৪ ॥

পরশর স্মৃতোব্যাসো বেদশাস্ত্রার্থ
পারগঃ । বিষ্ণুমায়া সমাশ্রিত্য পুত্র-
শোকেন মুচ্ছিত ॥ ৪৫ ॥

আবার বে জ্ঞানরূপ মহারত্ন লাভ, তাহা কি প-
রাস্তা স্মরণিত তাহা বক্তব্য নহে ॥ ৪৩ ॥

মহামুনি বেদব্যাস শুকদেব মহাশয়ের ইত্যা-
কার বচন শ্রবণ করিয়া নেত্রে বাষ্পপূরিত ও দুঃ-
খিত হইয়া আনন হইতে অবনীতলে পতিত হই-
লেন ॥ ৪৪ ॥

বেদশাস্ত্রাদি পারদর্শী এবং তাহার যথার্থ ত-
ত্ত্বজ্ঞ পরশর পুত্র ভগবান্ বেদব্যাস, বিষ্ণুমা-
য়াকে আশ্রয় করিয়া পুত্র শোকেতে মুচ্ছিত হই-
লেন ॥ ৪৫ ॥

আতাস ।

কণকাল পরে বেদব্যাস মহাশয় সংজ্ঞা লাভ
করিয়া সম্মেলনাক্ষেপে সন্তানকে সান্ত্বনাফলে স্বকীয়
অবৈধ্যা দর্শাইতেছেন ।

কথং পুত্র পরিত্যজ্য মাতরং পিত-
রঞ্চ মাং । পত্ন্যং গন্তু কাষোসি ন ধার্য্য
জীবিতং নয়া ॥ ৪৬ ॥

যদি গচ্ছসি মাং পুত্র অবমুচ্য ত-
পোবনং । প্রাণ ত্যাগং করিষ্যামি না-
স্তিমে জীবিতে কলং ॥ ৪৭ ॥

বেদব্যাস কহিতেছেন । হে প্রাণাধিক প্রিয়তম
পুত্র । মাতা পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি
প্রকারে পথে পথে প্রবাসে প্রবর্ত হইতেছ তদ-
র্শনে যে আমার জীবন ধারণ হয় না ॥ ৪৬ ॥

হে অজ্ঞজ । যদি একান্তই আমাকে পরিত্যাগ
করিয়া তুমি তপোবনে গমন কর, তাহা হইলে
আমি প্রাণত্যাগ করিব, আর আমার প্রাণ ধারণে
কল কি ? ॥ ৪৭ ॥

অভাস ।

শুকদেব মহাশয় স্বকীয় পিতা বেদব্যাস মহা-
শয়ের কাতরোক্তি শ্রবণে এবং অধৈর্য্যতা সন্দর্শ-

নে, নিখিল উপাধির অসত্যতা ও নশ্বরতা দর্শাইয়া স্বাভিলাষ অভিযোগ করিতেছেন ।

শুকউবাচ ।

পিতৃমাতৃসহস্রাণি পুত্রদারা শতা-
নি চ । জন্য জন্য মনুষ্যাণাং কস্য বা
কুত্র বান্ধবাঃ ॥ ৪৮ ॥

অহং জাত স্তুয়া জাত ময়া জাত স্তুমে
বহি । স্মৃতৈশ্চ পিতরোজাতা মোহ-
নায়্য বিমোহিতা ॥ ৪৯ ॥

শুদেব কহিতেছেন । মাতা পিতা স্ত্রী পু-
ত্রাদি সঙ্গ যদি মনুষ্যগণের সহস্র সহস্র শত শত
অভিনবরূপে প্রতিজন্মে সংঘটিত হইল, তখন
আর কে কাহারকে বান্ধব অর্থাৎ বখার্ব দর্শনে
দর্শন করিলে কেহকাহার কেহই নহে ॥ ৪৮ ॥

অধুনা আমি তোমা হইতে জন্মিয়াছি এবং
তুমিও পূর্বে কোন কালে আমা হইতে জন্মিয়াছ,
এইরূপ পুত্রগণ হইতে পিতৃগণের জন্ম, এবং পি-
তৃগণ হইতে যে পুত্রগণের জন্ম, তাহা শুদ্ধ মোহ
নায়্য বিমুক্ততা ধর্মোই হয় ॥ ৪৯ ॥

পরশরো মহাতেজ। উপোরাশিঃ
 পিতাতব। সোপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তঃ কা-
 বার্তা। মদ্বিধেষু চ ॥ ৫০ ॥

আভাস।

অধুনা মহাবি রাজষাণ্যাদির নাম সংক্ষেপে
 পৃথক পৃথক উল্লেখ করতঃ কালধর্ম্য - দর্শাইতে
 ছেন।

অগস্ত্য ঋষা শৃঙ্গশ্চ ভৃগুরজিরসস্তথা।
 তেপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তা অনিত্যে কা-
 গতির্মম ॥ ৫১ ॥

তোমার পিতা ভগবান্ পরশর যিনি মহা-
 তেজস্বী এবং তপস্বী তিনিও মরণের বশবর্তী অ-
 র্থাৎ যখন তাঁহারও কায় কালে কালের গ্রাস হই-
 ল তখন আর মৎসদৃশ ব্যক্তির কথা কি? ॥ ৫০ ॥

অগস্ত্য, ঋষাশৃঙ্গ, ভৃগু এবং অজিরস প্রভৃতি
 মহাবিগণ যখন মৃত্যুর বশতাপন্ন হইয়াছেন, তখন
 আর আমার এই অনিত্য শরীরের গতির কথা
 কি? ॥ ৫১ ॥

মাকণ্ডেয়ো ভরদ্বাজো বাল্মীকি মু-
নিপুঙ্গবঃ । তেপি মৃত্যু বশং প্রাপ্তা অ-
নিত্যে কাগতির্মম ॥ ৫২ ॥

মাণ্ডব্যোগালবশৈচব শাণ্ডিল্যো
মুনিরেবচ । তেপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তা অ-
নিত্যে কাগতির্মম ॥ ৫৩ ॥

দুর্দ্বাসা কশ্যপশৈচব গোপালো
গোলকস্তথা । তেপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তা
অনিত্যে কা গতির্মম ॥ ৫৪ ॥

মাকণ্ডেয়, ভরদ্বাজ এবং বাল্মীকি প্রভৃতি
মুনিবরগণ যখন মৃত্যুর বশব্দত হইয়াছেন, তখন
আর আমার এই অনিত্য শরীরের গতির কথা
কি ? ॥ ৫২ ॥

মাণ্ডব্য, গালব, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি মুনিগণ যখন
কালধর্মের বশীভূত হইয়াছেন, তখন আর আ-
মার এই অনিত্য শরীরের গতির কথা কি ? ॥ ৫৩ ॥

দুর্দ্বাসা, কশ্যপ, গোপাল এবং গোলক প্রভৃ-
তি মুনিগণ যখন মরণের বশতাপন্ন হইয়াছেন,

যমশ্চ বাজবন্ধশ্চ যমদগ্নিস্তথৈবচ ।
 এতেচান্যেচ স্বয়ং সৰ্বে মৃত্যু পথং
 গতাস্তে ॥ ৫৫ ॥

অধঃশিরা উর্দ্ধপাদো বায়ু ভক্ষো-
 যু ভোজিনঃ । তেপি মৃত্যু বশং প্রাপ্তা
 অনিত্যোকা গতির্মম ॥ ৫৬ ॥

রাজা বেনুধকুমারো ধর্মপুত্র পুত্র.

তখন আর আমার এই অনিত্য শরীরের গতির
 কথা কি ? ॥ ৫৪ ॥

যম, বাজবন্ধ, এবং যমদগ্নি ও অন্য অন্য
 ঋষিগণ তাঁহারা সকলেই মৃত্যুর পথকে প্রাপ্ত হই-
 যাছেন ॥ ৫৫ ॥

অধমাক্ষ উর্দ্ধ এবং উত্তমাক্ষ অধঃ এইরূপ লব্ধ-
 মান তীত্রতীত্রগণ ও বারি আহারিগণ এবং বায়ু
 ভোক্তাগণ, তাঁহারা সকলেই যখন মৃত্যুর বশবর্তী
 হইয়াছেন, তখন আর আমার এই অনিত্য শরী-
 রের গতির কথা কি ? ॥ ৫৬ ॥

বেনুধকুমার রাজা, ধর্মের পুত্র পুত্রবধি রাজা,

রবাঃ । রঘুদশরথশ্চৈব ততস্তৌ রাম ল-
ক্ষ্মণৌ ॥ ৫৭ ॥

নভবশ্চ দিলীপশ্চ নানা নৃপ বিচ-
ক্ষণাঃ । কৌরবা পাণ্ডবশ্চৈব সৰ্বে মৃত্যু
পথং গতাস্তাঃ ॥ ৫৮ ॥

অম কো মহিষশ্চৈব কংসো বাণা-
সুরস্তথা । হিরণ্যকশিপুশ্চৈব প্রহ্লাদশ্চ
তথৈবচ ॥ ৫৯ ॥

এবং সূর্য্যবংশীয় রঘুরাজা, দশরথ রাজা তথা ম-
হারাজা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণাদি তাঁহারা সকলেই
মৃত্যুর পথকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫৭ ॥

এইরূপ সূর্য্যবংশীয় দিলীপাদি ও চন্দ্রবংশীয়
নভবাদি প্রভৃতি অনেকানেক বিজ্ঞ বিচক্ষণ ভূপা-
লগণ তথা কুরুকুলোক্তব রাজা দুর্যোধনাদি ও
পাণ্ডু রাজপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরাদি তাঁহারা সকলেই
মৃত্যুর পথকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

অমুক, মহিষ, কংস এবং বাণাদি অমুরগণ তথা
হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদাদি দৈত্যগণ তাঁহারা স-
কলেই মৃত্যুর পথকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

পূরন্দর পুরশ্চৈব সর্বে মৃত্যু পথং
গতাঃ । ইন্দ্রশ্চ বরুণশ্চৈব কুবেরশ্চ ত-
থৈবচ ॥ ৬০ ॥

যক্ষাশ্চৈবাত্ম গন্ধর্বাঃ সর্বেচ যমকি-
ঙ্করাঃ । দৈত্যশ্চ দানবাশ্চৈব সর্বে
মৃত্যু পথং গতাঃ ॥ ৬১ ॥

সুগ্রীবশ্চ মহাতেজা স্তথাবালি ম-
হাবলঃ । মহাবল মহাতেজা হনুমান্ শ্চ
তথৈবচ ॥ ৬২ ॥

নলশ্চ জাম্বুবান্শ্চৈব সুসেনশ্চান্দ্রদ

পূরন্দর, পুর, ইন্দ্র, বরুণ এবং কুবেরাদি সক-
লেই মৃত্যুর পথকে প্রাপ্ত হইরাছেন ॥ ৬০ ॥

যক্ষগণ, গন্ধর্বগণ, দৈত্যগণ এবং দানবগণ
ইহারা সকলেই যমকিংকর অর্থাৎ মৃত্যুর অধীন
রহিয়াছেন ॥ ৬১ ॥

মহাবল পরাক্রান্ত বানররাজ বালি এবং মহা-
তেজী সুগ্রীব, তথা মহাবলী মহাতেজী হনুমান ও
নল, জাম্বুবান, সুসেন, অঙ্গদাদি প্রভৃতি মহা মহা

স্তথা । অপরা বানরাবীরাঃ সর্বে মৃত্যু
পথং গতাস্ ॥ ৬৩ ॥

বুদ্ধাদি শুদ্ধপর্যন্তাঃ সর্বে লোকাশ্চ
রাচরাঃ । ত্রৈলোক্যেতং ন পশ্যানি
যোতবেদজরামরঃ ॥ ৬৪ ॥

বীর বানরগণ, সকলেই মৃত্যুর পথকে প্রাপ্ত হই-
য়াছেন ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥

এই চরাচরাখ্য অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা অবধি
কীট পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীপুঞ্জ মধ্যে, একজনও এমন
দৃষ্ট হয় না যে সে অজর এবং অমর ॥ ৬৪ ॥

— — —
আভাস ।

সম্প্রতি শুকদেব মহাশয় জন্মমৃত্যুরূপ সংসার
সাগর উত্তীর্ণ সংকল্পে যে নির্মায় পৃথীতে অব-
তীর্ণ হইয়া সত্যাত্মনে দৃঢ়ব্রতী হইয়াছেন, তাহাই
বেদবাস মহাশয়কে স্পষ্টরূপে কহিতেছেন ।

সত্যধর্ম সমুৎপন্নঃ প্রস্থানে প্রতি
তোহধুনা । সংসারার্ণবভীতোহং গন্তু-
কামোন সংশয়ঃ ॥ ৬৫ ॥

এবং নিরাক্রান্তো ব্যাসঃ শূকেনৈব
মহাত্মনা । পুত্র শোকেন সন্তপেতা গ-
তঃশীঘ্রং সুরালয়ং ॥ ৬৬ ॥

সুরনাথং সমভার্জ্য রত্নানাদায়
তৎক্ৰণাৎ । আগতো ভগবান্ ব্যাসঃ
পুত্র মেহারিজীলয়ং ॥ ৬৭ ॥

আমি সত্যধর্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়া সংসার
সাগরে শঙ্কিত প্রযুক্ত অধুনা নিঃসংশয় প্রব্রজ্যাম-
মে প্ররুন্ত হইয়াছি ॥ ৬৫ ॥

মহাত্মা শূকদেবের এতাবৎ বাক্য শ্রবণে বেদ-
ব্যাস মহাশয় নিরুন্ত হইয়া পুত্রবিচ্ছেদ শোকে
কাতর এবং অস্থির হওত অতি শীঘ্র অমরাবতী
নগরী যাত্রা করিলেন ॥ ৬৬ ॥

পরে সুররাজ ইন্দ্রের উপাসনা করতঃ তৎক্ৰ-
ণাৎ রত্না নাম্নী অপ্সরাকে সমভিব্যাহারে লইয়া

আভাস ।

সর্বশাস্ত্রজ্ঞ সর্বগুণসম্পন্ন সত্যাবতী সূত ভগ-
বান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ, সন্যঃপ্রসূত অথচ ছাদশবর্ষীয়
স্বকীয় সম্ভানের চিত্ত বিকৃত করণের অন্য উপায়
না দেখিয়া সর্বাঙ্গসুন্দরী স্বর্গবধূ রত্নাকে আনয়ন
পূর্বক তন্নিকটে প্রেরণ করিলেন, অর্থাৎ পুত্রকে
কোনরূপে গাহঁ স্বাশ্রমী করণাভিলাষে রসিকা রত্না-
কে আশু সুখজনক রসের হাব ভাব কটাক্ষে তাঁহা-
র বিবেকভ্রষ্ট করণে আদেশ করিয়া স্বয়ং গুপ্তগতি
অবলম্বন পূর্বক অলুগমন করিতে লাগিলেন । অন্ত-
তঃ রত্না সমীপবর্ত্তিনী হইলে সূর্যাসন্ন ভেজী পূর্ণ-
বিবেকী ত্রৈলোক্য ভূগদর্শী ভগবান্ শুকদেব নিজ
আনন্দে আবিষ্ট হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন ।

শুকউবাচ ।

সংসার ঘোরে সৰুজে সদাকূলে
শোকান্তরে দুঃখ নিরন্তরান্তরে । মোক্ষা

পুত্র স্নেহে ভগবান্ বেদব্যাস পুনরায় নিজালয়ে
আগমন করিলেন ॥ ৩৭ ॥

শুকদেব কহিতেছেন ॥ সর্বদা রোগাদি আ-

স্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং
তস্য নরস্য জীবনং ॥ ৬৮ ॥

ততঃ সা শুকমাসাদ্য রত্না বচনমববীৎ ।

রত্নোবাচ ।

বসন্তমাসে কুমুমৌষ সৎকুলে বনা-
স্তরে পুষ্প নিরন্তরান্তরে । কামান্তরং যঃ
পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং তস্য নর-
স্য জীবনং ॥ ৬৯ ॥

কুলিত এবং দুঃখ শোকাদি অন্তর্ভূত এবন্তূত যে
ভয়ানক সংসার, তাহাতে জন্মিয়া যে পুরুষ মো-
ক্ষের মধ্যগত উপাসনা না করিল অর্থাৎ অধ্যাত্ম-
যোগে নির্মল ব্রহ্মে অবস্থিত না হইল, তাহার
জীবন বৃথা অর্থাৎ সে পশুপায় তাহাকে ধিক ॥ ৬৮ ॥

তদনন্তর ধর্ম্মাঙ্গা শুকদেব গোস্বামীর এতদ্-
বাক্য শ্রবণে রসবতী রত্না ভক্তীক্রমে কহিতেছেন
রত্না কহিতেছেন । বসন্তমাস সমাগমে নানা-
বিধ পাদপ সমূহ বিকশিত কুমুমরাজি বিরাজিত
হইলে নিরন্তর সুগন্ধি পরিপূরিত কানন মধ্যে যে

উত্তুঙ্গ পীনস্তনকর্তৃনাস্তরং মুক্তা-
বলিহার বিভূষিতাস্তরং । স্তনাস্তরং
যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথাস্তরং তস্য
নরস্য জীবনং ॥ ৭০ ॥

অভাস ।

সত্য ধর্মাক্রান্ত পরমশাস্ত শুকদেব গোস্থামি
স্বর্দেশ্য রস্তার এতাদৃক বাক্চাতুরী রসমাধুরী
শ্রবণে মনে মনে তুচ্ছজ্ঞানে হাস্য করতঃ স্বকীর
ভাবে গভীরভাবে ব্যক্ত করিতেছেন ॥

শুকউবাচ ।

মায়। বিমোহ ক্ষয়কার কাস্তরং নে
ত্রাস্তরং ধ্যান নিমীলিতাস্তরং । যোগা

পুরুষ কাম কাস্তরা কামিনীর কামনা পূর্ণ না ক-
রিল, তাহার জীবন বৃথা ॥ ৬৯ ॥

উক্ত অথচ স্থূল এবং মুক্তাহার শ্রেণি সংযো-
গে মনুজ্জ্বল এমন যে কুচনগুলা তাহা যে পুরুষ
পূর্ণধারণে প্রীতমনে পরিদেবন না করিল তাহার
জীবন বৃথা ॥ ৭০ ॥

শুকদেব কহিতেছেন । মায়। ও তৎকার্যকপ

স্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথাস্তরং
তস্য নরস্য জীবনং ॥ ৭১ ॥

আভাস ।

সতানিষ্ঠ ভগবান্ শুকদেবের এতন্নিষ্ঠ বচন
শ্রবণে রত্না নিজ ইচ্ছাসাধনে পুনশ্চ চেষ্টা করি-
তেছেন ॥

রত্নোবাচ ।

লোলীকৃতং কঙ্করং রঞ্জিতাস্তরং
দীঘুং বিশালং নয়নাস্তরাস্তরং । নেত্রা
স্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথাস্তরং
তস্য নরস্য জীবনং ॥ ৭২ ॥

বিমোহাদির যে অবাস্তর কৌশল, সেই কৌশলে
কম্পনাশ্রুতামনে ধ্যানে মুদিত নয়নে যে মুর্জিগতি,
এতদ্ গতিরূপ যে যোগ তাহা যে পুরুষ এই পা-
ঞ্চভৌতিক পুরন্থো অবস্থিতি করিয়া অনুষ্ঠান না
করিল, তাহার জীবন বৃথা ॥ ৭১ ॥

রত্না কহিতেছেন । কঙ্কর দ্বারা ঈষৎ রঞ্জিত
এবং চঞ্চলযুক্ত ও বৃহৎ অথচ বিস্তীর্ণ এমন যে

কস্তুরিকা কুম্‌কুম চচ্চি'তান্তরং
 কেয়ূর ভূষাদি বিভূষিতান্তরং । ভুজা-
 ন্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বথান্তরং
 তদা নরস্য জীবনং ॥ ৭৩ ॥

আভাস ।

নত্যা ভারতসুত ভগবান্ শুকদেব গোপ্বামি
 ছল কারিণী রস্তার এতচ্ছলনাং বাক্য অবগে আহু
 অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন ।

শুকউবাচ ।

পৈশুন্য হীনং বিদ্রনেষু ভোজনং
 বৃক্ষে নিবাসং ফলমূল ভক্ষণং । তপো-

নরনান্তর্গত ভক্তি অর্থাৎ নেত্রের বক্রগতি তাহা যে
 পুরুষ দর্শনেদর্শনসাৎ না করিল তাহার জীবন
 বৃথা ॥ ৭২ ॥

কস্তুরী কুম্‌কুমাди সুগন্ধি দ্রব্যে পরিমার্জিত
 এবং কেয়ূরাदि অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এমন হে ভুজ-
 লতায়ুগল, তদ্বারা যে পুরুষ পরিবেষ্টিত না হইল
 তাহার জীবন বৃথা ॥ ৭৩ ॥

বনং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং
তস্য নরস্য জীবনং ॥ ৭৪ ॥

ভীতে ক্ষুধার্ভে বিকলান্তরাত্তরে রো-
রাভিভূতে সুখদুঃখিতান্তরে । দয়ান্তরং
যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং তস্য
নরস্য জীবনং ॥ ৭৫ ॥

শুকদেব কহিতেছেন । পরমিন্দাদি স্বগতা
বিহীন জনশূন্য স্থানে ভোজন, ও ব্রহ্মমৃগকপগৃহে
বাস, এবং বনফল মূলাদি ভক্ষণ, এতাদৃক স-
ম্পত্তি সম্ভোগ সহযোগে যে পুরুষ তপোবনের
পরিষেবা না করিল তাহার জীবন বৃথা ॥ ৭৪ ॥

তয়েতে ক্ষুধাতে পীড়িত প্রযুক্ত নিরন্তর বি-
হ্বল হইয়াছে অন্তর বাহ্যর তাহারে, এবং রো-
গাদি দ্বারা কাতর হইয়াছে যে তাহারে, ও ক্ষণিক
যে সুখ দুঃখাদি তদন্তর বিশিষ্ট যে তাহারে, যে
পুরুষ দয়া বিতরণ না করিল অর্থাৎ তত্তজ্ঞানের
দুঃখাদি দূর না করিল তাহার জীবন বৃথা ॥ ৭৫ ॥

আভাস ।

শুকদেব মহাশয়ের ভাব ভ্রষ্ট করণে সমুৎ-
স্রুকা হইয়া রক্তিণী রক্তা রক্তরসে লজ্জাকে বিস-
র্জন করিয়া, কখন অযোগ্য যে সমস্ত বাক্য তা-
হাই কহিতেছেন ।

রস্তোবাচ ।

লবঙ্গ কপূর সুবাসিতান্তরং তাম্বুল
রক্তোষ্ঠ বিভূষিতান্তরং । মুখান্তরং যঃ
পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং তস্য নরস্য
জীবনং ॥ ৭৬ ॥

গভীর নাভি ত্রিবলী কৃতান্তরং
শ্রোণ্যন্তরং মেখল মণ্ডিতান্তরং ।

রস্তা কহিতেছেন । লবঙ্গ কপূরাদি সদাক্ষ
যুক্ত তাম্বুল দ্বারা রক্তিমাবর্ণ অথবা পল্লবে পরম
প্রভাবিশিষ্ট হইয়াছে যে মুখচন্দ্র, সেই মুখচন্দ্র
পীযুষ যে পুরুষ পান না করিল তাহার জীবন
বৃথা ॥ ৭৬ ॥

ত্রিবলী সহযোগে শোভিত যে গভীর নাভি,
এবং চন্দ্রহারাবলি সহযোগে বিভূষিত যে শুকনি-

যোন্যন্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বথা-
ন্তরং তস্য নরস্য জীবনং ॥ ৭৭ ॥

আভাস ।

পরশর তনয়ান্নজ ভগবান্ শুকদেব গোস্থানি
রস্তার এতাদৃক্ ব্যভিচার বাক্তজি শ্রবণে বিরক্ত
না হইয়া বরং মহত্ত্বগুণে নিখিল বেদ বেদান্তের
সারভূত যে নিজ নিগূঢ়তাব তাহাই ক্রমে ব্যক্ত
করিতেছেন ।

শুকউবাচ ।

ওঁ কার মূলং পরমং পদান্তরং
গায়ত্রি সাবিত্রি সুভাষিতান্তরং । বে-
দান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে ব্থান্তরং
তস্য নরস্য জীবনং ॥ ৭৮ ॥

তৎ, এতদ্ব্যুত্ আমন যে ঘোষামুদ্রা, তাহা যে পুরুষ
পুরুষার্থ বোধে সন্তোগ না করিল তাহার জীবন
বৃথা ॥ ৭৭ ॥

ওঁকারই হইয়াছেন মূল অর্থাৎ আদিকারণ
আর পরম যে তুরীয়তাব তাহাও মোক্ষপদ, এবং

শব্দান্তরং মুক্তি নিরাকৃতান্তরং ত-
 ত্বান্তরং নীতি নিরন্তরান্তরং । শাস্ত্রা-
 ন্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং
 তস্য নরস্য জীবনং ॥ ৭২ ॥

গারত্রী সাবিত্রী সুন্দর কথিত যম্মধ্যবর্তী এমন যে
 বেদান্তর্গত মর্ম, তাহা যে পুরুষ পৌরুষজ্ঞানে গ্র-
 হণ না করিল তাহার জীবন বৃথা ॥ ৭৮ ॥

জ্ঞান বাক্যাদি যম্মধ্যস্থ ও মুক্তি নিশ্চয়ীকৃত
 এবং পরমার্থযুক্ত তথা নীতি নিরন্তর অন্তর্ভূত এমন
 যে অন্ততম শাস্ত্র তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য পরিগ্রহ
 যে পুরুষ না করিল তাহার জীবন বৃথা ॥ ৭৯ ॥

আভাস ।

মহামতি শুকদেব মহাশয়ের মহতীগতি সন্দ-
 র্শনে রূপ যৌবন মদগর্জিতা রক্তা গর্ববাগী-বি-
 ন্যাস পূর্ব্বক মহান্তগণের দৃষ্টান্ত সহযোগে আত্ম-
 পথের প্রাধান্য প্রদর্শন করাইতেছেন অর্থাৎ প্র-
 কারান্তরে এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রবৃ্ত্তি জমাইতে-
 ছেন ।

রস্তোবাট ।

যে চ ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়ঃ শৌন-
কাদয়ঃ । জ্যোতীৰূপা মহাসিদ্ধা স্তৈস্তৈ
নার্য্যঃ সুসেবিতা ॥ ৮০ ॥

স্ত্রী মুদ্রাং মকরধ্বজস্য জয়িনঃ সৰ্বার্থ
সম্পাদিনীং । যে মোহাদবধীরয়ন্তি কু-
ধীয়ে। মিথ্যাফলানুেষিণ । তে তেনৈব
নিহতা নির্ভরতয়া লঘীকৃতা মাণ্ডিতাঃ ।
কেচিৎ পঞ্চ শিখিবৃত্তাশ্চ জটিলঃ কা-
পালি কাশ্চাপরে ॥ ৮১ ॥

রস্তা কহিতেছেন । ব্রহ্মাদি প্রভৃতি দেবগণ
এবং শৌনকাদি প্রভৃতি মহাবির্গণ যাঁহারা শত
স্বয়ামম প্রভা বিশিষ্ট ও মহাসিদ্ধ অর্থাৎ ব্রহ্ম
জ্ঞানে জীবন্ত তঁাহারাও অম্লান মনে মনোরমা
মহিলাগণের মনোমত্ত সেবা সম্পাদন করিয়া-
ছেন ॥ ৮০ ॥

ত্রিভুবন বিজয়ী কন্দর্পের সৰ্বার্থ অনুকূল
কারিণী যে কন্দর্পকূপ, তাহার রমানুভব না ক-

আভাস ।

পরমার্থদর্শী পরম ভাগবত শুকদেব মহাশয়
রস্তার এতাদৃশ বাক্য উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধ দৃষ্টি প্রক-
তবাক্যে তৎসনা করতঃ প্রতিবাক্যে পরাজয় ক-
রিতেছেন ।

শুকউবাচ ।

এতান্ পশ্যসি নির্মূলান্ সুতিল-

রিয়া বাহারা অজ্ঞান জন্য অবজ্ঞা বা ঘৃণা করে
তাহারা নন্দ বুদ্ধি অর্থাৎ নির্বোধ ও মিথ্যাকল
অন্বেষণ করী, এবং সেই হেতুক তাহারা সর্ব-
কালে বঞ্চিত হইয়া কুমতি আশ্রয় করতঃ ক্ষুদ্র
ভাবে প্রকাশ পায়, এইরূপ পঞ্চশিখি ত্রুতীগণ
[পঞ্চ অগ্নিকুণ্ড যথোচিত প্রজ্বলিত করিয়া তদ্ব-
্যবস্থলে যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়] অটোখারীগণ
এবং কাপালিকগণ (তান্ত্রিকাচারানুসারে নরক-
পাল লইয়া বাহাদিগের কৰ্ম্ম আচরিত হয়)
ইহারা সকলেই সুখাবহ বস্তু বিনষ্ট করতঃ অ-
সুখদ বস্তু অনর্থ অবলম্বন করিয়া কুৎসিত ভ্রুবার
বিভূষিত হইয়া থাকে ॥ ৮১ ॥

কান্ মুক্তাবলি মণ্ডিতান্, নৈব পশ্যাসি
 পূতিক ব্রণমুখং দুর্গন্ধি দোষান্বিতং
 নানামূত্র পুরীষ দোষ বহনং বস্ত্রেণ
 সংবেষ্টিতং নারী নাম নরস্য মোহন
 পদং স্বর্গস্য মার্গার্গলং ॥ ৮২ ॥

অমেধ্য পুর্নে ক্রমিজান সৎকুলে
 স্বভাব দুর্গন্ধি বিনিন্দিতান্তরে। কলে
 বরে নৃত্ত পুরীষ ভাবিতে রমন্তি মূঢ়া বি
 রমন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৮৩ ॥

শুকদেব কহিতেছেন। এই সমস্ত ঘৃণা নি-
 ন্দাহ পদার্থকে তুমি এত সু নির্মল সু সুন্দর মুক্তা-
 লঙ্কারাদিযুক্ত কেবল ইহাই দৃষ্টি করিতেছ, কিন্তু
 সমল ক্ষত দ্বার বিশিষ্ট দুর্গন্ধ দোষক্ষেত্র এবং
 বিবিধ মলমূত্রাদিলিপ্ত বহু দোষান্বিত বস্ত্রাচ্ছাদিত
 এমন যে নরগণের মোহকারিণী নারী, বাহার স্বর্গ
 পথের প্রতিরোধিনী খিলস্বরূপ হইয়াছে, তাহা
 কি তোমার দৃষ্টি সত্ত্বেও দৃষ্টি হইতেছে না ॥ ৮২ ॥

বাহ্য অস্পৃশ্য অপবিত্র দ্বারা পরিপূর্ণ, ও ক্রমি-

আভাস ।

ভগবান্ শুকদেব পুনর্বার বিশেষরূপে শরীরের দোষ দর্শাইয়া কহিতেছেন ।

বৃণ মুখমিব দেহং পৃষ্ঠি চক্ষ্মাবনন্ধং
ক্রিমিকুল শতপূর্ণং মূত্রু বিষ্ঠানুলেপং ।
বিগত বহুরূপং সর্ব ভোগাধি বাসং ধুব
মরণ নিমিত্তং কিন্তু মোহপ্ৰসক্তাঃ ॥ ৮৪ ॥

কূল দ্বারা অভিঘাণ্ড, এবং স্বাভাবিক দুর্গন্ধে নি-
ভাস্ত নিন্দিত, ও বিষ্ঠামূত্রাদি মিশ্রিত, এবং মূত্র যে
কালেবর তাহাতে মূৰ্খ অজ্ঞানীগণেই আদৃত হইয়া
রমণ করে. কিন্তু বিবেকী জ্ঞানীগণে কোন ক্রমেই
নহে অর্থাৎ তাঁহারা তাহাতে সততই বিরত হ-
য়েন ॥ ৮৩ ॥

এই মন দ্বার বিশিষ্ট যে দেহ ইহা ব্রহ্মণ্ড ক্ষত
মুখাদি সংশ্লিষ্ট এবং দুর্গন্ধচর্শ্মাক্রিষ্ট, ও শত শত
ক্রমিকূলে পরিপূরিত, আর মলমূত্রাদি লেপিত, ও
বাল্যাদি বহুরূপজাত তথা শুভাশুভ সর্বভোগা-
ম্পদ যুক্ত, এবং মূত্র এমন যে এই শরীর, ইহা অ-

আভাস ।

নারীকপ নরকে নিপতিত হইলে যে কি পর্য্য-
ন্ত নিস্পীড়িত হয় তাহা শুকদেব মহাশয় স্বার্থপরা
রত্নাকে অবগত করতঃ অপ্রতিভ করিতেছেন ।

শুকউবাচ ।

ইদমেব ক্ষয় দ্বারং নপশ্যামি কদা-
চন । ক্ষীয়ন্তে যত্র সর্বাণি যৌবনানি ধ-
নানিচ ॥ ৮৫ ॥

শুকস্য বচনং শ্রুত্বা নির্ভুরং চাতি
নিস্পৃহং । মাথ লজ্জা পরারম্ভা প্রযযৌ
শক্র সন্নিধৌ ॥ ৮৬ ॥

বিদ্যা প্রসঙ্গাধীন নিশ্চয় মরণের নিমিত্তই উৎপা-
দিত হইয়াছে ॥ ৮৪ ॥

এই কামিনীকপ কুহকে কামকেলি যে আত্ম-
বিনাশের এক অদ্বিতীয় পথ, তাহা কি তোমার

কুটিল নেত্রে ক্ষণকালের জন্য লক্ষ্য হয় না,
যাহার প্রবাহেতে যৌবন এবং ধনাদি সমস্ত ক্ষর
প্রাপ্ত হইতেছে । ৮৫ ॥

তস্যাং গতায়াম্ রত্নায়াম্ ব্যাসঃ
সত্যবতী সূতঃ । পুনরুবাচ বচনং শূ-
কংসৌহ সমাকুলঃ ॥ ৮৭ ॥

ব্যাসউবাচ ।

বন বাসে মহদুঃখং ন গন্তব্যং দ্বি-
জোত্তম । যশকে দংশ বহনে কথং
তত্র চরিষ্যসি ॥ ৮৮ ॥

অনন্তর মহামনাঃ শূকদেব মহাশয়ের এতৎ
শূহা শূন্য দুঃখ বাণী শ্রবণে, সৰ্ববল্লভা রত্না
লজ্জাপরায়ণা হইয়া স্বরূপাথ সম্মিথানে প্রস্থান
করিলেন ॥ ৮৬ ॥

কপনৌ রত্না এইরূপে তথা হইতে অন্তর্হিতা
হইলে সত্যবতী সূত ভগবান্ বেনব্যাস পুত্রস্নেহা-
সক্তচিত্তে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, পুনশ্চ প্রতিরোধ-
বাক্যে শূককে শাস্ত্রনা করিতেছেন ॥ ৮৭ ॥

বেনব্যাস কহিতেছেন । হে বৎস ! বনবাস
অত্যর্থ কষ্টজনক অতএব তাহাতে গমন করা
তোমার কোনরূপে উচিত হয় না, যেহেতুক যথার

ধর্মোন্নাতা পিতাচৈব ধর্মো বন্ধু
মহামুনে । ধর্মো গৃহাশ্রমে বাসো নান্যো
ধর্মো বিধীয়তে ॥ ৮৯ ॥

মশক দংশকাদি এবং হিংস্রক পশুাদি অজস্র
অমণ করিতেছে, তথায় হেপুল্ল ! তুমি কিরূপে
বিচরণ করিবে ॥ ৮৮ ॥

হে মহামুনে ! নাতাই ধর্ম অর্থাৎ গর্তদারিণী
যিনি, তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম স্বরূপা, একারণ তাঁহার
শুশ্রূষাদি ভক্তিসহকারে সাধন করাই ধর্ম, এবং
জন্মদাতা পিতা সাক্ষাৎ ধর্ম স্বরূপ, এজন্য তাঁহার
সেবা সপর্যাদি সর্বতোভাবে সম্পাদনই ধর্ম, ও
বন্ধু বান্ধবান্নির সমাক্ প্রকারে উপকারই ধর্ম,
তথা সর্ব ধর্মাস্তত্ব ত যে গৃহাশ্রম, তদাশ্রমে বা-
সই ধর্ম, এই সমস্তই ধর্ম এতদ্ভিন্ন আর অন্য ধর্ম
সংসার ধর্মো অবধারিত নাই ॥ ৮৯ ॥

আত্মাস ।

অধুনা বেদব্যাস মহাশয় নিজ অভিমত ধর্মাদি
রূচ্যর্থ শুকদেব মহাশয়কে কহিতেছেন ।

যত্র প্রাণ বধোনাশ্তি যত্র সত্য বচো-
দয়া । যত্রাত্মনি গৃহে দৃষ্টো ধর্মোময়ি
সরোচতে ॥ ৯০ ॥

অপোধর্ম্য স্তপোধর্ম্য স্তথা দেবার্চনা
দিকং । অহিংসা পরমো ধর্ম্য এষ ধর্ম্যঃ
সনাতনঃ ॥ ৯১ ॥

যে ধর্ম্যে প্রাণী হিংসা নাই এবং সত্য বা-
ক্যাদি ব্যবহৃত হয়, ও দয়া থাকে, অপর যে ধর্ম্যে
আত্মাকে গৃহে বসিয়া আত্মাতেই দৃষ্ট হয়, এমন
যে ধর্ম্য, সেই ধর্ম্য, অতএব তাহাতেই আমার অ-
ভিরুচি হয় ॥ ৯০ ॥

কৃপ (মন্ত্র বা দেবনামাদির পুনঃ পুনঃ উচ্চা-
রণ বা স্মরণ) পরায়ণ হওয়াই ধর্ম্য, এবং তপঃ
(বিধিবৎ ঈশ্বরারাধনা) নিষ্ঠ হওয়াই ধর্ম্য, তথা
দেবার্চনাদি (সাকার বিশিষ্ট দেবদেবীগণের বি-
বিধ উপচারে উপাসনা) কৃপ ধর্ম্য আর অহিং-
সাকৃপ যে পরমধর্ম্য ইহাকেই বেদে সনাতন ধর্ম্য
কহিয়াছেন ॥ ৯১ ॥

আভাস ।

শ্রুতম্বেদব্যাস মহাশয় সাংসারিক নীতি
বাক্যে শুকদেব মহাশয়কে প্রবোধ দিতেছেন ।

প্রথমে ধ্যান^৭ কুর্যাদ্ দ্বিতীয়ে স-
ঞ্চয়ন্তথা । তৃতীয়ে সন্ততি^৭ কুর্যাক্ষ
তুর্থে চ বন^৭ বুজেৎ ॥ ৯২ ॥

নারী স্বর্গঃ সুখ^৭ স্বর্গঃ স্বর্গস্তামূল
ভক্ষণ^৭ । ইহৈব খলুতে স্বর্গঃ পল্লভাৎ
স্বর্গ^৭ গমিষ্যসি ॥ ৯৩ ॥

সংসারে জন্মিয়া প্রথমতঃ বিদ্যা উগার্জন ক-
রিতে দ্বিতীয় উদ্যমে ন্যায়বান্ হইয়া ধনোপার্জন
ও সঞ্চয়ন করিবে, এবং তৃতীয়কালে দারপরিগ্রহ
করিয়া সন্তানাদি উৎপাদন করিবে, পরে চতু-
র্থাবস্থায় বানপ্রস্থাপ্রম লইয়া বনপ্রবেশ ক-
রিবে ॥ ৯২ ॥

সুভাগা যে স্ত্রী সেই স্বর্গ এবং সুখাবহ উৎ-
সবে সতত যে আনন্দ সেও স্বর্গ, ও আশ্রম অ-
ভাবে পরিতোষ চিন্তে যে তামূলাদি চক্ষণ তাহাও
স্বর্গ, অতএব হে প্রিয়তম পুত্র ! আদৌ এই সমস্ত

আভাস ।

বেদব্যাস মহাশয়ের প্রলোভ বচন শ্রবণ করিয়া শুকদেব মহাশয় তাহাতে দোষারোপ করিতেছেন অর্থাৎ মনুভূগণের মুক্তির প্রতিরোধক স্বরূপ যে ভোগাদি তাহা বিশেষরূপে কহিতেছেন (৩)

শুকউবাচ ।

মা সবুণা পরম কৌতুক যানিতেব কন্দর্পদর্প বিজয়ায় বর প্রদানং । না-

সাংসারিক স্বর্গ উপভোগ কর, পশ্চাৎ পর স্বর্গ অনারামে লভা হইবেক অর্থাৎ আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে তোমার ইহ স্বর্গ সম্ভোগ জন্য পরম্বর্ণীয় বৈগুণ্যাদির কোন শঙ্কা নাই ॥ ৯৩ ॥

শুকদেব কহিতেছেন । ক্রুণাদি দোষ সংদূষিত

(৩) মুক্তিপ্রতি নরানাপি ভোগঃ পরম বন্ধনঃ ॥ নারী-
শয্যাসনং বস্ত্রং ধনমস্য বিভবনং । তাম্বুলভক্ষ যানানি রা-
জ্যাম্বুধা বিভূতয়ঃ ॥

ইহার বিস্তার শিব সংহিতার পঞ্চম পটলান্দ্যে প্রাপ্ত হইবেন ।

বাধ্যতে পিতৃ ঋণং পরিবারিতেব লো-
কস্য লোচন সুখায় বিকম্পিতেব ॥ ১৪ ॥

যস্য ধর্মস্য মাহাত্ম্যং প্রত্যক্ষমিব
দৃশাতে । আত্মানং কুরুতে তত্র নরস্য
জগতঃ প্রিয়ং ॥ ১৫ ॥

অতোবক্ষ্যামাহং তাত অনিত্যং

প্রযুক্ত অত্যন্ত অস্পৃশ্য এবং অপরিব্রহ্ম হইয়াছে যে
স্ত্রী, তাহাকেই আপনি কন্দর্প দর্প পরাজয় জন
উৎকৃষ্ট উৎসব করিয়া মানিতেছেন, এবং পিতৃ-
ঋণ (পুত্রাদি উৎপাদনে অনুদান বিশিষ্ট) ব-
লিয়া নিবারণ করিতেছেন, ও কেবল লৌকিক
নেত্রসুখার্থ বিকম্পিত করিতেছেন, কিন্তু বিজ্ঞের
রূপ যে কোন সছপদেশ তাহা আপন কর্তৃক
আমি কিছুই প্রাপ্ত হইতেছি না ॥ ১৪ ॥

যে ধর্মের মাহাত্ম্য অপরোক্ষরূপে আমার
উপলব্ধি হইতেছে, সেই যে ধর্ম তাহাতেই আ-
পনাকে অখিল জগতের প্রীতিভাজন করো ১৫ ॥

একারণ হে পিতঃ ! মদ্বাক্য শ্রবণ করুন,
এই যে অনিত্য জীবাধার তাহাতে যে জীবৎমান

খলু জীবিতং । গর্ভবাসে মহদুঃখং
সন্তপ্তোমরণং প্রতি ॥ ৯৬ ॥

আভাস ।

শুকদেব মহাশয়ের এনাম্পকার বিবেক বাক্য
শ্রবণে বেদব্যাস মহাশয় অপত্য স্নেহে অভিভূত
হইয়া পুনর্বার কহিতেছেন ।

ব্যাস উবাচ ।

প্রবাসে বহবো দৌষা দুর্বুদ্ধে শৃণু
পুত্রক । শীতোষ্ণ ক্ষুৎ পিপাসার্ত ভি-
ক্কালাভঃ কুভোজনং ॥ ৯৭ ॥

যাকা তাহাও অস্থিরতা প্রযুক্ত অত্যর্থা অস্বাস্থ্যজ-
নক, এবং গর্ভবাসেও উৎকট কষ্ট, অপর মরণেও
দুঃসহ দুর্দশাগ্রস্ত অতএব যদি জীবগণের সর্ব-
কালই এইরূপ হইল অর্থাৎ পরমার্থাবলম্বন বিনা
যখন সমুদায় সংসার স্রষ্টা সাগর সংসিদ্ধ হইল
তখন আমার ইচ্ছামাধনে বনগমনে নিবারণে আ-
পনি কেন অতুষ্টিমনে কষ্ট পান ॥ ৯৬ ॥

বেদব্যাস কহিতেছেন । হে পুত্র । হে সংসার
রথানভিজ হর্বুদ্ধে ! আমার প্রবোধনী বাণী শ্র-

অগ্নিহোত্রী ভবেৎ পুত্র পঞ্চ য-
জ্ঞাশ্রিতঃ সদা । ঋতুকানাভিগামী চ
স্থানং প্রাপ্নোতি শাস্বতং ॥ ৯৮ ॥

অগ্নিহোত্রং বিনা পুত্র স্বর্গ নৈব চ
কশ্চন । অগ্নিহোত্রং প্রযত্নেন পাল-
য়াত্র মহামুনে ॥ ৯৯ ॥

বণ কর । সংসারধর্ম নাশে সম্মাসে দেশে দেশে
প্রবাসে যে কি পরিমেয় ক্লেশ এবং শীত, উষ্ণ,
ক্ষুধা তৃষ্ণাদি ক্লান্ত প্রযুক্ত ভিক্ষাটনে যথালব্ধ
ভোজনে যে কি পর্যন্ত যত্নণা তাহা বক্তব্য ন-
হে ॥ ৯৭ ॥

এ কারণ হে পুত্র ! ঋতুান্ত অগ্নিহোত্রাদি
মাগে দীক্ষিত হও এবং ঋতুান্ত পঞ্চ যজ্ঞাদিকে
সমুদা আশ্রয় কর ও পুত্রাদি উৎপত্তি হেতু যে
স্বদার তাহাতে শাস্ত্রসম্মত অনুরাগী হও তাহা হ-
ইলে নিত্যস্থানরূপ যে অমরালয় তাহা অনায়াসে
প্রাপ্ত হইবে ॥ ৯৮ ॥

হে পুত্র ! অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান ব্যতি-
রেকে স্বর্গমন্ডোগ কোনরূপেই সম্ভব নহে, অত-

আভাস ।

বেদব্যাস মহাশয়ের ধর্মাদি বিম্বরূপ (৪) প্র-
বৃত্তিমার্গে শুকদেব মহাশয় প্রদোষ দর্শাইতে-
ছেন ।

শুক উবাচ ।

অগ্নিনা পুনরাবৃত্তিঃ কাষ্ঠং সংসার
বন্ধনং । অশাশ্বতমনিত্যঞ্চ তস্মাদগ্নি-
রকারণং ॥ ১০০ ॥

এব হে মহামুনে ! যত্নপূর্বক অগ্নিহোতাদি ক্রিয়া
পরিপালন কর ॥ ৯৯ ॥

শুকদেব কহিতেছেন । অগ্নিসাধ্য কার্যাদি

(৪) ধর্মবিষয় জ্ঞানবিষয় এবং ভোগবিষয় এতদ্বিধ ত্রয়
যোগমার্গে অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত্যুপায়ে নিকৃপিত
আছে, তন্মধ্যে ভোগবিষয় পূর্বের কথিত হইয়াছে । বজ্র
ব্রত নিয়মাদি বিধিবদ্ধস্থানে যে আবদ্ধ হওয়া, তাহার
নাম ধর্ম বিষয় এবং যুক্তাভ্যাস ব্যতিরেকে কেবল দৈহিক
সংস্কারাদি ও নান। শাস্ত্রীর বিচারাদিতে যে অবরোধ হ-
ওয়া তাহার নাম জ্ঞানবিষয় ।

ইহার বিস্তার শিব সংহিতার পঞ্চম পটলারম্ভ পাঠে
প্রাপ্তি হইবেক ।

অগ্নিহোত্র ক্রিয়া কৰ্ম্ম ব্রাহ্মসান্নাৎ
গৃহে গৃহে । বৃদ্ধচর্যাৎ তপোমৌন্যং তে-
ষাঐশ্বৰ্য্যং বিদ্যাতে ॥ ১০১ ॥

যূপং কৃত্বা পশুং কৃত্বা কৃত্বা কুধির
কৰ্দমং । যদেবং গম্যাতে স্বর্গো নর-
কং কেন গম্যাতে ॥ ১০২ ॥

সমস্ত পুনর্ভব বিধায়ে অপরাব্রাহ্মি এবং কাষ্ঠসাদ্য
কৰ্ম্মাদি সমস্ত কামনাবিশিষ্ট হেতুক সংসারবন্ধ-
নের কারণ, অতএব অস্থায়ী অনিত্য যে সমস্ত অ-
গ্নিাদি তাহা নিতান্ত নিরর্থক জানিবেন ॥ ১০০ ॥

অপিচ অগ্নিহোত্রাদি প্রভৃতি কামাকৰ্ম্মাদির
নে অনুষ্ঠান, তাহা হিংস্র ব্রাহ্মসান্নাদিও গৃহে গৃহে
দীপ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধচর্যা তপ মৌনাদি
প্রভৃতি ব্রাহ্মসাধিকা যে যোগযজ্ঞাদি, তাহা তামা-
দিগের স্বপ্নেও অনুভূত নহে ॥ ১০১ ॥

যূপ (যজ্ঞীয় পশু বন্ধন কাষ্ঠ) নির্মাণ করিয়া
পশুবধ করিয়া এবং কুধির দ্বারা কৰ্দমাदि করিয়া
যদি সকলে স্বর্গগামী হইল, তাহা হইলে আর
নিরয়গামী কে ? ॥ ১০২ ॥

সত্যং যূপস্তপোহগ্নিস্চ প্রাণশ্চ স-
মিধো মম । অহিংসা পরমো ধর্মো
এব ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ১০৩ ॥

প্রাণা যথাত্মনোভীষ্টা ভূতানামপি-
তে তথা । আত্মোপমেন ভূতানাং দ-
য়াং কুর্বন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১০৪ ॥

যে ধর্মে সত্যই হইয়াছে যূপ, এবং তপ-
স্যাই হইয়াছে অগ্নি ও প্রাণাদিবর্গই হইয়াছে স-
মিধ (হোমকাঠ) এমন যে সেই হিংসাহীন পরম
ধর্ম তাহাকেই গুণাতীত সনাতন ধর্ম কহা
বায় ॥ ১০৩ ॥

যেকপ আপনার প্রাণ ইচ্ছ হয়, সেইরূপ সক-
ল জীবের প্রাণও ইচ্ছ হয়, একারণ জ্ঞানীগণ আ-
ত্ম উপমা ক্রমে সকল জীবকেই দয়া করিয়া থা-
কেন ॥ ১০৪ ॥

আত্মাস ।

ইদানীং বেদব্যাস মহাশয় গতান্তর না দেখি-
য়া গৃহাশ্রমের পুত্তিতা পুত্তীত করিতেছেন ।

ব্যাস উবাচ ।

সর্বেষামাশ্রয়ো ধর্মো গৃহাশ্রমবতাং
সদা । গৃহমাশ্রিত্য যৎকর্ম্য ক্রিয়তে
ধর্মসাম্বন্ধঃ ॥ ১০৫ ॥

মাতুলন্ত্যং যথা পীত্বা সর্বে জীবন্তি
জন্তবঃ । তথা গৃহিণমাশ্রিত্য সর্বে
জীবন্তি নির্গয়ঃ ॥ ১০৬ ॥

যথা নদী নদাঃ সর্বে সাগরং যাতি

বেদব্যাস কহিতেছেন । গৃহাশ্রমী ব্যক্তিগণের
সর্বদা যে গৃহাশ্রয় সেই হইয়াছে সুখা ধর্ম, যে
হেতুক গৃহকে আশ্রয় করিয়া যে যে কর্মাক্ত হয়,
সেই সেই কর্মেই ধর্ম সাধিত হয় ॥ ১০৫ ॥

যক্রপ মাতুলন্তন বিনিঃসৃত ভুক্ষাদি পান করিয়া
জীব জন্তাদি জীবন ধারণ করে, তক্রপ গৃহাশ্রমকে
আশ্রয় করিয়া সকলেই জীবন ধারণ করে ইহা
শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১০৬ ॥

যাদৃক্ যাবতীয় নদনদ্যাতির জলরাশি জলধি
মধ্যে নিশ্চয় প্রবেশ করে, তাদৃক্ সমুদায় আশ্রমী

নিশ্চয়ঃ। তথৈবাপ্রমিতঃ সর্বৈ আশ্র-
য়ন্তি গৃহাশ্রমঃ ॥ ১০৭ ॥

গৃহস্থাঃ সর্বতোবন্দ্য। আনন্ত্যা সর্ব-
ভিক্ষুকাঃ। জীবন্ত্যাপ্রমিনো বস্মাত-
স্মাৎ শ্রেয়ান্ গৃহাশ্রমাঃ ॥ ১০৮ ॥

গণ স্ব স্ব শরীররক্ষার্থ নিশ্চয় গৃহাশ্রমকে আশ্রয়
করে ॥ ১০৭ ॥

সম্যক পুকারে বন্দনীয় যে গৃহাশ্রম এবং অ-
নবস্থিত অপরিমিত যে ভিক্ষুকাশ্রম এতদুভয়াশ্রম
মধ্যে যে আশ্রম সবন্ধে সন্মাত্মীর জীবন রক্ষা
হয়, সেই শ্রেষ্ঠাশ্রম, অর্থাৎ গৃহাশ্রম সম্পর্কেই স-
কল আশ্রমীর সেবা সম্পাদিত হয়, এই হেতুক
পুণ্ড্রবরেরা গৃহাশ্রমকেই পুধান করিয়া কহিয়া-
ছেন ॥ ১০৮ ॥

আভাস।

বিজ্ঞানপাদ পুণ্ড্র ভগবান্ শুকদেব গোস্বামী
স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছাক্রমে, স্বধর্ম সহ সংসার-
ধর্মের দাদৃশ্য দর্শাইতেছেন।

মেরু সর্বপয়োৰ্যদ্যৎ সূর্য্য খদ্যো-
তয়োৰিব । সরিৎ সাগরয়োৰ্যদ্যৎ ত-
থা ভিক্ষু গৃহস্থয়োঃ ॥ ১০৯ ॥

যদা শূদ্রো ভবেদ্দাতা প্রতিগ্রাহী
চ ব্রাহ্মণঃ । ন তত্র দান মা ত্রেণ শ্রেষ্ঠঃ
শূদ্রো বিধীয়তে ॥ ১১০ ॥

শুকদেব কহিতেছেন । সুমেরু পৰ্ব্বত সন্নি-
হিত সর্বপ যাদৃশ দীপ্তিমান্ এবং সূর্য্য সন্নিহিত
খদ্যোত যাদৃশ প্রভাবান্ ও সরিৎপতি সন্নিহিত
সরিতাদি যাদৃশ শোভমান্ তাদৃশ ভিক্ষুকাশ্মীগণ
সন্নিহিত গৃহীগণ প্রকাশ পান ॥ ১০৯ ॥

যে স্থলে শূদ্র দানকর্তা এবং দ্বিজাতি প্রতিগ্র-
হণ কর্তা হয়, সে স্থলে কি শূদ্রদান মাত্র কাৰ্য্য
দ্বারা দ্বিজ বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ পদবী পদাক্রম হয়? অর্থাৎ
তাহা যেমন কদাচ সম্ভবপর নহে, সেইরূপ গৃহা-
শ্মীগণ সন্ন্যাসাশ্মীগণের আশ্রয়নীয় সত্ত্বেও ক-
দাচ প্রাণনীয় নহে ॥ ১১০ ॥

ভগবান্ বেদব্যাস নিজ পুত্রের প্রকৃতি প্রক-
তিস্থ করণে কোন প্রকারে না পারিয়া পুনরপি
পুত্রাদি প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া কহিতেছেন ।

ব্যাসউবাচ ।

অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গে নৈবেহ
পুত্রক । পুত্রমুৎপাদনং কৃত্বা পশ্চা-
দ্ব্যর্থং চরিষ্যামি ॥ ১১১ ॥

পুত্রেণ চ ভবেৎ স্বর্গঃ কুলং পুত্রেণ
বন্ধতে । যশঃ কীর্তিষ্ঠ পুত্রেণ পুত্র
উৎপাদ্যতাং সূত ॥ ১১২ ॥

বেদব্যাস কহিতেছেন । হে পুত্র ! অপুত্রক
ব্যক্তির গতি ইহ ও স্বর্গ লোকাদি মধ্যে কোন
লোকেই নাই একারণ কহিতেছি আদৌ পুত্রাদি
উৎপাদন করিয়া পশ্চাৎ ধর্ম সাধন কর ॥ ১১১ ॥

পুত্র দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, এবং পুত্র দ্বারা
কুল বৃদ্ধি ইহীয়া বংশ রক্ষা হয়, অপর পুত্র দ্বারা
যশ কীর্ত্যাদি সম্পত্তি লাভ হয়, অতএব হে পুত্র !
প্রথমে পুত্র উৎপাদন বিষয়ে ব্রহ্মবান্ হও ॥ ১১২ ॥

আভাস ।

বিবেকী শ্রেষ্ঠ পরমাত্মনিষ্ঠ ভগবান্ শুকদেব
গোস্বামি পিতৃ কথিত তত্ত্ব বিরুদ্ধ বাণী শ্রবণ
করিয়া অগ্নিবিবেক বাণী দ্বারা তাহার ঐক্যমা দেখা
হইতেছেন ।

শুকউবাচ ।

পুল্লেন স্যাৎ যান্ন স্বর্গস্তদা ধর্মো
নিরর্থকঃ । যস্মিন্শ্চ বহুবঃ পুত্রা সো-
পি স্বর্গং গমিয়াতি ॥ ১১৩ ॥

শুকদেব কহিতেছেন । যদিও এক পুত্রমাত্র
উপায় দ্বারা জীবগণের স্বর্গাদি সাক্ষ্যমাণ হইতে
হইল তখন ধর্মাদি অনুষ্ঠান নিরর্থক বোধ করিতে
হয়, কারণ যাহার বহুপুত্র বিদ্যমান সেই তা
স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে (৫) ॥ ১১৩ ॥

(৫) ভোগের উৎকর্ষ বর্ণন হেতুক অত্র স্থলে গুরুদেব
পরম পুরুষার্থ কল্পনা করিয়াছেন, বস্তুতঃ স্বর্গ ভোগস্থান
মাত্র অর্থাৎ পুণ্যাবস্থানে সকলকেই তথ্য হইতে পতন
হইতে হয়, অতএব যাহারা এমত সামান্য সুখ সম্ভব স্বর্গ

নাগী গোধী তথা শুনী কচ্ছপী বহু
পুত্রিকাঃ । এতা যান্তি যদা স্বর্গং তদা
ধর্মো নিরর্থকঃ ॥ ১১৪ ॥

দংশট্টী নখী তথা মূষী লাক্ষনী
বহু পুত্রিকাঃ । এতা যান্তি যদা স্বর্গং
তদা ধর্মো নিরর্থকঃ ॥ ১১৫ ॥

ন স্বর্গং তাত পুত্রেণ ন যশো নৈব

যদি এমনত হইল, তাহা হইলে নর্পিণী কুকুরী
কচ্ছপী গোবিকা ইহারাও তো বহুপুত্রিকা, ইহা-
দিগেরও স্বর্গ প্রাপ্তি হয় ? তবে তো ধর্মাদি পদার্থ
নিরর্থক ॥ ১১৪ ॥

দন্তবিশিষ্ট শৃকরাদি এবং নখবিশিষ্ট ভল্লুকাদি
ও লাক্সুলবিশিষ্ট ইন্দুরাদি ইহারা যদি বহুপু-
ত্রাদি বিশিষ্ট হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইল, তবে তো
ধর্মাদি পদার্থ নিরর্থক স্বীকার করিতে হয় ॥ ১১৫ ॥

অতএব হে তাত ! পুত্র দ্বারা স্বর্গ যশ এবং
সন্তোগে সমর্থ নহে, তাহাদিগের মুক্তির কথা উল্লেখ করা
অনর্থক বিবেচনায় শুকদেব মহাশয় এখানে কেবল স্বর্গই
উল্লেখ করিয়াছেন ।

পৌরুষং । পুত্রোৎপত্তৌ চ নিয়তং
লোকা যান্তি যমালয়ং ॥ ১১৬ ॥

অশাশ্বতো গৃহীরন্তো দুঃখং ন সংসার
বন্ধনং । জীবনো পরতা মূঢ়া বিমূঢ়া
গৃহমেধিনঃ ॥ ১১৭ ॥

পুরুষত্বাদির কোন সম্ভাবনা নাই, যে হেতুক পুত্র
উৎপত্তি হইলেও জনগণে নিরন্তর যমালয়কে
প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১১৬ ॥

গৃহাদি ব্যাপারে যে অনুরক্ত হওয়া তাহা
অনিত্যতা প্রযুক্ত নিতান্ত ব্যর্থ, এবং সংসার শৃ-
ঙ্খলে যে আবদ্ধ হওয়া সেই নিরতিশয় দুঃখ, অপর
জীবন পরতা অর্থাৎ বাহারা আপনাকে সর্বাপে-
ক্ষা প্রিয়জ্ঞান করিয়া কেবল শরীরাদির সেবা নি-
য়ত রহে, তাহারা মূঢ়, আর বাহারা স্ত্রী পুত্র গৃহা-
দি অভিমানাস্পদে আকৃষ্ট হইয়া আপনাকে কৃত-
কৃতার্থ বোধ করে, তাহারা বিমূঢ় অর্থাৎ অত্যন্ত
মূঢ় ॥ ১১৭ ॥

আভাস ।

ধনপ্রাণাদি যে ক্ষণস্থায়ী তাহা অধুনা শুকদেব
সহায় বিস্তার ক্রমে কহিতেছেন ।

অর্থাৎ পাদরজোপমা গিরি নদী বে-
গোপমং যৌবনং । মানুষ্যং জলবি-
ন্দু লোল চপলং ফেনোপমং জীবনং ॥
ধর্ম্যং যো ন করোতি নিশ্চলমতিঃ স্ব-
র্গার্গলং যাতনং । পশ্চাত্তাপ হতো
জ্বরা পরিগতঃ শোকাগ্নিনা দহ্যতে ॥ ১১৮ ॥

এই নন্দর সংসারে অর্থ সকল পদরেণু প্রায়
অস্থায়ী, এবং যৌবন পর্বত হইতে পতিত যে নদী
তাহার বেগের ন্যায় অত্যন্তকাল স্থায়ী, আর মনু-
ষ্যত্ব অর্থাৎ কুটুম্বাদি প্রভৃতি লৌকিক ব্যাপারে
যে আনন্দ প্রাপ্তি, তাহাও চঞ্চল জলকণাবৎ ক্ষণ-
মাত্র স্থায়ী, এবং জীবন নদী কেণ সদৃশ ক্ষণভঙ্গুর,
অতএব এতাদৃশ অপার ভবসাগর মধ্যে অবস্থিত
হইয়া যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে আত্মধর্মযোগে বুদ্ধি
যোগ না করে সে স্বয়ং স্বর্গের প্রতিরোধক খিল স্ব-
রূপ হইয়া কেবল যাতনাকে প্রাপ্ত হয়, ও পশ্চাৎ
শোকে হতাশ হইয়া এবং জ্বরা কর্তৃক বেষ্টিত হ-
ইয়া মনঃ পীড়ারূপ অগ্নি দ্বারা দহ্য হয় ॥ ১১৮ ॥

আদিত্যস্য গতাগতেরহরহঃ সৎক্ষী-
 যতে জীবিতং, ব্যাপারৈর্বহুকার্য্য কা-
 রণ শতৈঃ কালোপি ন জ্ঞায়তে । দক্ষা
 জন্ম জরা বিয়োগ মরণং ত্রাসশ্চ নোৎ-
 পাদ্যতে, পাত্বা মোহময়ীং প্রমোদ ম-
 দিরা মুম্বতু ভূতং জগৎ ॥ ১১৯ ॥

অজ্ঞানেনাবৃত্তা লোকা মোহেনাপি

সূর্য্যের গমনাগমন দ্বারা প্রতিদিন পরমাণুঃ
 কয় প্রাপ্ত হইতেছে, এবং নানাক্রম শত শত
 কার্য্য কারণ ব্যাপারে যে কাল বিগত হইতেছে,
 তাহা জ্ঞাত হইতেছে না, অপর জন্ম জরা বিরহ
 মরণাদি প্রত্যক্ষীভূত সত্ত্বেও কোন প্রাণীর কি-
 দিখাত্তা শঙ্কা উপস্থিত হইতেছে না, অতএব
 আমি দেখিতেছি যে মোহময়ী প্রমোদ মদিরা পান
 করিয়া এককালীন সমস্ত জগৎ উন্মত্ত প্রায় হই-
 রাছে ॥ ১১৯ ॥

যে সকল লোক অজ্ঞান দ্বারা আবৃত্ত, এবং
 মোহ দ্বারা বশীভূত, ও বিবিধ সাংসারিক সংযোগ

বশীকৃত্যঃ । সৎযোগৈর্বহুভির্বদ্ধাঃ স্তে
প্রযান্ত্যধমাং গতিং ॥ ১২০ ॥

একস্য নহি জন্মার্থে শত জন্মনি বি-
ভ্রমঃ । শতজন্ম কৃতং পাপং শুদ্ধতো-
কেন জন্মনা ॥ ১২১ ॥

দ্বারা দৃত বদ্ধ হয়, তাহারা নিশ্চয় অধমা গতিকে
প্রান্ত হয় ॥ ১২০ ॥

যে হেতুক একজন্মকৃত যে কর্মমুত্র তাহা শত
জন্মগত হইলেও নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু শতজন্মগত
যে পাপ তাহা এক জন্ম দ্বারা ক্ষয় হয় অর্থাৎ
অজ্ঞান হেতুক কর্ম দ্বারা এক জন্মে শত শত জন্ম
আকর্ষিত হয় এবং বিবেক হেতুক জ্ঞান দ্বারা শত
শত জন্মার্জিত পাপরাশি এক জন্মে বিদগ্ধ হইয়া
মুক্ত হয় ॥ ১২১ ॥

আভাস ।

সর্বাঙ্গদর্শী শুকদেব মহাশয়ের মায়া শূন্য এ-
তাবৎ বচন শ্রবণে বেদব্যাস মহাশয় ব্যসনাকুলিত-
চিত্তে ব্যাকুল হইয়া পুনরপি বিলাপ বাক্যে বদ্ধ
করিতেছেন ।

ব্যাসউবাচ ।

মনোরথ শতৈর্বৎস চিন্তিতং শ্রেষ্ঠ
বুদ্ধিনা । আশাপাশ নিবন্ধেন সন্ততি-
র্মে ভবিষ্যতি ॥ ১২২ ॥

আভাস ।

মহর্ষি বৈয়াসকি আশ্বমেধ জনক পিতৃ আশা
সফল করণে একান্ত অসমর্থ হইয়া, শেষ নৈরাশ্য
যুক্ত স্তম্ভ অবিহত বিবেক বাক্যাত্ম দ্বারা, তাঁহার
পুত্র প্রাপ্তিরূপ আশাপাশ ছেদ করিতেছেন ।

শুকউবাচ ।

সংসারঃ বিবিধঃ যোরা নরঃ সৃষ্টঃ

বেদব্যাস কহিতেছেন । হেবৎস ! আমি শ্রেষ্ঠ
বুদ্ধি ধারণ করিয়া এবং আশারূপ রজ্জু দ্বারা আ-
বদ্ধ হইয়া শত শত মনোরথ দ্বারা চিন্তা করিয়া
ছিলাম, যে তুমি আমার পুত্রভাবে সংসার বন্দে
অবস্থিত হইবে ॥ ১২২ ॥

শুকদেব কহিতেছেন । নানা প্রকার ভয়জনক
এই বে সংসার তাহা আমা কর্তৃক সহস্র সহস্রবার

সহস্রশঃ । এক এবম্বিধো যোগো যক্ষ-
ব্যো নিশ্চলীকৃতঃ ॥ ১২৩ ॥

এবং নিরাক্রান্তো ব্যাসঃ শূকেনাপি
মহাত্মনা । মোহবাতং পরিত্যজ্য গতৌ
বৃদ্ধালয়ং ততঃ ॥ ১২৪ ॥

যঃ পঠেৎ স্মৃশুচিভূতা স্নাতা শ্রদ্ধা
সমনিতঃ । মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যঃ স
যাতি পরমাং গতিং ॥ ১২৫ ॥

দুট্ট হইরাছে, কিন্তু এবম্বিধ অনির্কল্পচরিত্র যে এক
যোগ তাহা আমাকর্তৃক কখন সেবিত হয় নাই,
অতএব অধুনা আমি নিম্নিকল্পরূপে সেই অব্যয়
যোগ সাধনে অধ্যাসীন হইলাম, যদ্বারা অচলা-
গতিরূপ যে মুক্তি তাহা অনায়াসে লাভ করিয়া
ব্রহ্মভাবে অবস্থিত হইব ॥ ১২৩ ॥

এইরূপ মহাত্মা শূকদেব গোস্বামি কর্তৃক বেদ-
বাস মহাশয় পরাভূত হইয়া পুত্র পরিগ্রহরূপ যে
মোহ বায়ু, তাহা পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মলোকে
গমন করিলেন ॥ ১২৪ ॥

যে ব্যক্তি এতদাংক শ্রদ্ধা পূর্বক প্রবর্তিত হ-

ইতি যোগোপনিষৎ সংহিতায়াম্
শুক ব্যাসোত্তরং রহস্যায়ঃ সন্বাদ প্রশ্ন
সমাপ্তঃ ॥

ইয়া স্নানান্তর পাঠ করে সে সকল পাপ হইতে
মুক্ত হইয়া পরমাগতিকে প্রাপ্ত হয় ॥ ১২৫ ॥

ইতি যোগপনিষৎ নাম সংহিতাতে শুকদেব
বেদব্যাসের উক্তি প্রত্নুক্তি ও রহস্য শুকদেবের
প্রশ্নোত্তর ভাষা সমাপ্ত ॥

সমাপ্তাশ্চায়ং গ্রন্থঃ ।



